কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালাম্নাই অ্যাসোসিয়েশন

ত্রয়োদশতম সম্মেলন

স্মরণিকা • ২০২২

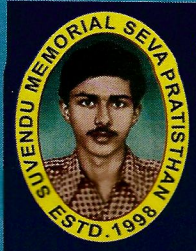

SUVENDU MEMORIAL SEVA PRATISTHAN
ESTD. 1998

শুভেন্দু মেমোরিয়াল সেবা প্রতিষ্ঠান

AN ISO 9001:2015 Certified Hospital

গ্রাম ও পো: গোবরাপোতা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩

মানুষের সেবায়
মানুষের পাশে।

চক্ষু হাসপাতালের এবার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হলো।

- চোখের সমস্যার উন্নতমানের পরিষেবা এখন **শুভেন্দু মেমোরিয়াল সেবা প্রতিষ্ঠানে** সম্পূর্ণ সম্ভব। কোন প্রকার ব্যথা ও যন্ত্রণা ব্যতিরেকে বিনা ইনজেকশনে ফেকো সার্জারী।
- আমাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম, অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং চক্ষু পরিচর্যার মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্যক্তিকে সকলপ্রকার চোখের চিকিৎসা দিতে বদ্ধপরিকর।
- কোভিডে বন্ধ হয়ে যাওয়া জেনারেল বিভাগ পুনরায় শুরু হতে চলেছে।
- গ্রামের এই হাসপাতালে খোলা হবে ফার্মাসী। ভাবা হচ্ছে কার্ডিওলজি বিভাগ ও ক্যান্সার বিভাগের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।
- অর্থনৈতিক কারণে পিছিয়ে থাকা গ্রামের মেয়েরা শহরে এসে শুভেন্দু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের তৈরী লেডিস হোস্টেলে (কৃষ্ণনগরে) থাকবে ও পড়াশুনা করবে, এছাড়া শহরে এসে চাকুরীরতা মহিলাদের থাকার ব্যবস্থাও থাকছে — এই ব্যবস্থা কৃষ্ণনগরের নগেন্দ্রনগরে হচ্ছে।

শতকরা ৬৩ জন রোগী বিনা খরচে চক্ষু অপারেশনের চিকিৎসা পাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ- জেনারেল ফিজিসিয়ান, জেনারেল সার্জেন, গাইনো ডাক্তার প্রয়োজন, আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Call: 9733813344, 9830989705, 9836923000, 9339757442

Website : www.smspnadia.in, **E-mail :** suvendumemorialtrust@yahoo.com

সভাপতির কলম

কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজের প্রাক্তনীদের সম্মেলন হতে চলেছে ১৩ই নভেম্বর ২০২২ এ । গত ২ বছর করোনার প্রকোপে এ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল । এই কলেজ শতাব্দি প্রাচীন হলেও এর প্রাক্তনীরা একটা জায়গায় জোটবদ্ধ হতে পেরেছিলেন মাত্র বছর ১৫ আগে । এই মিলনমেলা হচ্ছে ১৩ তম ।

প্রাক্তনীদের সম্মেলন জমজমাট হবে এই আশা করা অন্যায় নয় । হাজার হাজার ছাত্র এই কলেজ থেকে পাশ করে নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন । তাদের ১ শতাংশ প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা প্রাক্তনী সম্মেলনে যুক্ত হন নি এটা একটা নেতিবাচক মনোভাবের পরিচায়ক এবং দুর্ভাগ্যজনক ।

খুব কম প্রাক্তনী আছেন যারা এ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নে সহযোগিতা করেন । অথচ এ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য । সাম্প্রতিক কালে একটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে আমরা এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নে ততটা যত্নশীল নই । প্রাক্তনীরা আশা করেছিলেন কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করবে । তা বাস্তবায়িত হয় নি । উপরন্তু কলেজের জমিতে দুদুটি বিশ্যবিদ্যালয়ের পরিকাঠামো তৈরী হচ্ছে। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী নেতিবাচক এবং যথাযথ নয়।

আমাদের শতাব্দি প্রাচীন মহাবিদ্যালয় এখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিন যা অকল্পনীয় । এই মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত করলে পড়াশুনার পরিকাঠামো অনেক বিস্তৃতি লাভ করত এবং বহু ছাত্র / ছাত্রী উচ্চতর পড়াশুনার সুযোগ পেত । গবেষণার সুযোগ মিলত ।

ছাত্র জীবনের গন্ডী পার হয়ে চাকুরী জীবনে যোগদানে তারা পূর্ব্ব জীবন সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যায় অথচ সামান্য কিছু সময় এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করলে তা আগামী প্রজন্মের জন্য সুখময় হ'ত ।

কলেজটিকে হেরিটেজ বিল্ডিং আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রক্তনী সম্মেলনে বড় ভূমিকা নিয়েছে । এই হেরিটেজ ভবনে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার চেয়ে কৃষ্ণনগর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য কোলকাতা হাইকোর্টে মামলা পর্য্যন্ত দায়ের করা হয়েছে এ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী । সরকারী ক্ষেত্রে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য সস্নেহে দৃষ্টিভঙ্গী দরকার যা আমরা আশা করেছিলাম । রাজনৈতিক কারণে তা কেন সম্ভব হ'লনা তা জানিনা । এই নিয়ে নদীয়া জেলার সব রাজনৈতিক দলগুলি মুখে কুলুপ এটে আছেন যা দুর্ভাগ্যজনক ।

কৃষ্ণনগর শহরের প্রচীন মানুষরাও এব্যাপারে কোন সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী দেখাতে পারেননি যা খুবই প্রয়োজন ছিল । নদীয়া জেলার শিক্ষা প্রসারে কৃষ্ণনগর কলেজের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য । প্রাক্তনীরা মাথা ঘামালেও সরকার উদাসিন থাকবে তাহলে এই কলেজের ভবিষ্যৎ কি ?

এই সব নিয়ে পর্যালোচনা প্রয়োজন । প্রয়োজন নৈতিকভাবে এগিয়ে এসে কলেজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার ভাবনা প্রসারিত করা তানাহলে এর লব্ধ মর্য্যদা ক্রমশ বিলীন হয়ে যাবে ।

শংকরেশ্বর দত্ত
একজন প্রাক্তনী

Governing Body of KGC Alumni Association (2019-20)

1.Patron donor :
I) The Nadiaraj Shri Sauresh Chandra Roy,
ii) Maharani of Kossimbazar

2. Patron-in-chief :
Prof. Shovan Neogy , Teacher-in-Charge, Krishnagar Govt. College. (9083290019)

3. President :
Sankareswar Datta (9339757442)

4. Vice President :
i) Nirmal Sanyal (9732735470), ii) Kanailal Biswas (9434451802), iii) Bharati Das Bagchi (9475032636) ,

5. Secretary :
Khagendra Kumar Datta (9434451786/9563777999)

6. Asst. Secretaries:
Partha Mukherjee (9434552555)
Mita De (9434451715)

7. Treasurer :
Dipankar Das (9434552005)

8. Assistant Treasurer :
Asimananda Majumder (7908284949/ 9434742091).

9. Members:
i) Dr. Pijush Kumar Tarafder, M.Sc., Ph (9874476671/ 9474479472)
ii) Apurba Kumar Chatterjee (9051641511/ 9474677145),
iii) Pranab Kunar Kar (9434709556)
iv) Prasanta Mallick (9851043107)
v) Ujjwal Modak (9434056783)
vi) Sukumar Mukherjee (9666783064/ 03472256200)
vii) Santi Ram Sarkar (9733875644)
viii) Dipak Sanyal (8918352746/ 7407076667)
ix) Chandgopal Mondal (9733609846)
x) Swapan Kumar Bagchi (7908727303/ 9434450489)

Sub-Committees (2019-20)

Publicity and Communication Sub-Committee
Sampad Narayan Dhar (Convener) (7872306084), Kanailal Biswas (9434451802), Sibanath Chowdhury (6296902636/ 9434191207), Ananta Bandyopadhyay (9434322823), Prosanta Kr. Mukhopadhyay (9434553274), Partha Mukherjee (9434552555), Asimananada Majumder (9434742091).

Reception Sub-Committee
Dilip Kumar Guha (Convener) (9932742957), Sankareswar Datta (9339757442), Asoke Kumar Bhaduri (9475204060), Archana Ghosh Sarkar(9800251314), Chinmoy Bhattacharya (9474482559, Sirajul Islam (9474788478), Dr. Basudev Saha (9832276558), Nirmal Sanyal (9732735470), Dr. Pijush Kumar Tarafder (9474479472), Sudhakar Biswas (9830852325), Devashis Mondal (8900185968)

Finance and Registration Sub-Committee
Khagendra Kumar Datta (Convener) (9434451786), Dipankar Das (9434552005) , Kanailal Biswas (9434451802), Sudhakar Biswas (9830852325), Asesh Kumar Das (9831251120), Dipak Kumar Biswas (9564040961), Bidyut Bhusan Sengupta (9434826097). Swapan Kumar Datta (9732517681)

Cultural and Decoration Sub-Committee
Dipankar Das (convener) (9434552005), Nirmal Sanyal (9732735470 , Ananta Bandyopadhyaya (9434322823), Archana Ghosh Sarkar (03472-252474), Dilip Kumar Guha (03472-254055), Mita De (9434451715), Manasi De, Marjana Ghosh Guha (9434551980), Ambuj Maulik (9153351499), Alpana Basu (9333171996).

Souvenir Sub-Committee
Dr. Basudev Saha (Convener) (9832276558), Dipankar Das (94344552005) , Apurba Kumar Chatterjee (9474677145), Sibnath Chowdhury (9434191207), Shyamaprasad Biswas (9474336571), Ananta Bandyopadhyaya (9434322823), Dipak Kumar Biswas (9564040961), Marjana Ghosh Guha (9434551980)

Refreshment Sub-Committee
Pranab Kumar Kar (9434709556), Shyamal Datta (7501121541), Mita De (9434451715), Dr. Pijush Kumar Tarafder (9474479472), Bharati Das Bagchi (03472-253160/ 9475032636), Sanak Ghosh (8536869240), Asimananda Majumder (9434742091), Swapan Kumar Datta (9732517681)

সম্পাদকের প্রতিবেদন

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ প্রাক্তনী সংসদের ১৩তম পুনর্মিলন উৎসব তথা সাধারণ সভায় উপস্থিত শ্রদ্ধেয় প্রাক্তনীগণ, আমন্ত্রিত অভ্যাগত এবং অতিথিবৃন্দ, এই কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা - সহ অশিক্ষক কর্মচারী বৃন্দকে জানাই সুস্বাগতম এবং আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং যথোপযুক্ত সম্মান।

২০২০ সালের পুনর্মিলনের অব্যবহিত পরেই কোভিড-১৯ এর আক্রমণে বিপর্যস্ত সারা পৃথিবীর মতোই আমাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপে ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । এর ফলে ২০২১ এবং ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করে উঠতে পারিনি । বর্তমান কার্যকরী সমিতি থেকে এই পুনর্মিলন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করার চেষ্টা করা হয়েছিল ২০২২ সালের ১৯ থেকে ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে । কিন্তু বর্ষা কালে সম্মেলন স্থলে আসতে প্রত্যেকের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সেই প্রস্তাব বাতিল করতে হয় । নভেম্বর মাসের ১৩ তারিখে আবহাওয়া অনেকটা মনোরম । সেই আবহে আমরা সকলে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে পারি এই বিশ্বাসে এই দিনটি ধার্য করা হয়েছে । সকলের কাছে সবিনয় আবেদন - এই সম্মেলন সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন ।

আজকের এই মিলন মেলায় প্রথমেই ২০২২ সালের পুনর্মিলন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে প্রয়াত প্রাক্তনী সংসদের সদস্যদের বিদেহী অমর আত্মার প্রতি জানাই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা । এছাড়া, আলোচ্য সময়ের ভিতরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা জ্বেলে যাওয়া প্রয়াত মানুষ এবং আমাদের মাতৃভূমির সুরক্ষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই । আসুন, সভাপতির নির্দেশ ক্রমে আমরা সকলে এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করি ।

১৭৫ বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন এই কলেজের পঠন-পাঠনের মান উন্নয়ন এবং কলেজের সম্পদ সমূহের সুবৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করতে এবং কলেজের গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করার লক্ষ্যে নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রদের সাংস্কৃতিক, খেলাধূলা এবং জীবন-জীবিকা বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ দান ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এই সংসদ গঠিত হয়েছিল অধ্যাপক ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এবং অধ্যাপক পীযুষ কুমার তরফদারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং বেশ কিছু প্রাক্তনীর সহযোগিতায় ।

আলোচ্য সময়ে কোভিড মহামারির কারণে প্রাক্তনী সংসদের সব রকম কাজকর্মই বোধন ছিল। তবে, অনলাইনে কলেজের ১৭৫ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে আমরা যোগদান করেছিলাম কলেজ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত অনুষ্ঠানে । ধন্যবাদ জানাই কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেবার জন্য । বরাবরের জন্য (দুটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া) আমরা কলেজের ঘর প্রাক্তনীদের সভা করার জন্য পেয়েছি । এছাড়া, প্রাক্তনী সংসদের কাগজপত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার আলমারি কলেজের স্টাফ রুমে নিরাপদে রাখতে দেবার অনুমতি দেবার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই । কোভিড বিধি শিথিল হবার পর, আমরা ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে দ্বিজেন্দ্র জন্ম জয়ন্তী পালন করেছি কলেজ হলে । বর্ষার প্রবল প্রকোপ এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সেদিনের অনুষ্ঠান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি । আশা করা যায় এই ধরনের অসুবিধা আগামীতে আর থাকবে না। আমরা চাইব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রাকনীদের সাথে বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মেলবন্ধন গড়ে উঠবে । কয়েকজন ছাত্রী এবং লাইব্রেরিয়ান সহ বেশ কয়েকজন অধ্যাপক আমাদের প্রয়াসকে উৎসাহিত করেছেন । তাদের জানাই ধন্যবাদ ।

দুঃখের বিষয় - বিগত বেশ কছু বছর ধরে কলেজের খেলার মাঠ, জিম্নাসিয়াম, ভলিবল কোর্ট, বাস্কেট বল কোর্ট, ফুলের বাগান, মুক্ত মঞ্চ, বা পড়াশুনার পরিবেশ রক্ষা করার জন্য কলেজের বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে কোনো ব্যাকুলতা এবং আবেগ আমরা দেখতে পাইনি । অথচ, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার যোগ্যতা সম্পন্ন অনেকেই এই কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী তালিকার অন্তর্ভুক্ত । কলেজ মাঠের মধ্যে হেলিপ্যাড নির্মাণ, কলেজের মধ্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির নামে গাছ চুরি যাওয়া, কলেজ এলাকায় প্রমোদ উদ্যান রচনা বা কলেজের ভিতরের পুকুর বেআইনি ভাবে ভরাট করা, কলেজের মাঠ ধ্বংস করে সেখানে অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না । কলেজে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল নেই । কলেজের প্রিন্সিপালের জন্য নির্ধারিত আবাসন বেদখল ।

আমরা বিশ্বাস করতে না চাইলেও, অনেকের কাছ থেকে এমনই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, আমাদের কলেজে নাকি ২/৩ ঘণ্টার বেশী ক্লাস হয়না, প্রিন্সিপাল-ইন-চার্জ সপ্তাহের তিন চার কোলকাতার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন । যদিও, ছাত্রদের পক্ষ থেকে এই সব বিষয়ে কখনও সরব হতে দেখা যায়নি । কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের ভাবের সঠিক বিনিময় করার যোগসূত্র আর নেই । ফলে, বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে বা আমাদের ভাবনা নিয়ে কথা বলার সুযোগ আমরা বিগত দিনগুলিতে পাইনি । এটা শুধু আমাদের ব্যর্থতা না বলে বলা ভালো - এতে কলেজেরও ক্ষতি ।

কলেজের উপর ধারাবাহিক আঘাত উদ্বিগ্ন, জর্জরিত এবং হতাশাগ্রস্ত করেছে প্রাক্তনী সংসদের সদস্যদের । আমরা সদস্য সংখ্যা প্রত্যাশা অনুসারে বৃদ্ধি করতে পারছি না । কিন্তু কেন? এই রোগটা না ধরতে পারলে, প্রাক্তনী সংগঠনের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না । আর, কার্যকারিতাহীন এই সংগঠনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবার আশঙ্কা বিদ্যমান । আজকের সভায় এ নিয়ে মতামত বিনিময় করতে পারলে সুনিশ্চিত পথনির্দেশ মিলবে এবং নতুন পথ ধরে নতুন উদ্দীপনায় এই সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এবং তারই মধ্য দিয়ে সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা পাবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ।

হয়তো সকলেরই মনে আছে, ২০০৮-০৯ সাল থেকেই সর্ব স্তরে দাবি উঠেছিল এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার। আজও সে বিষয়ে কোনো আলোর রেখা চোখে পড়ে না। জ্যোতির্ময়ী শিকদারের সাংসদ তহবিলের টাকায় কলেজ মাঠের উন্নয়ন ক্ষেত্রে এক অবিশ্বাসের জন্ম হয় এবং তদানীন্তন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রাক্তনীরা মামলা করেন সে কথা সকলেই অবহিত । আশঙ্কা করা "বিজনেস কমপ্লেক্স" প্রকল্প না এগুলেও, স্পষ্টতঃই পরবর্তীকালে মাঠের উন্নয়ন হয়নি এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থাও সংকটের মুখে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে এই কলেজে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকের অপ্রতুলতার সাথে সাথে শারীর-শিক্ষণ শিক্ষকের পদটি দৃষ্টিকটু ভাবে গত ১০ বছর ধরে শূন্যই পড়ে আছে। কলেজের দু'টি মাঠে

বহিরাগতরা খেলাধূলা ও শরীরচর্চা করেন, কেউকেউ বেড়ান বা গাড়ি চালানো শেখেন – তাতে কলেজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই । এই কলেজের বিকাশ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার কথা " কথার কথায়" থেকে যাওয়াতেই শেষ হলে কথা ছিল না, এই কলেজের অস্তিত্ব আজ গভীর সঙ্কটে । সব শেষ আক্রমণ হল - কলেজের জমিতে অপ্রয়োজনীয় দুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার নামে কলেজটিকে চূড়ান্ত ভাবে সারা পৃথিবীর চোখে খাটো করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে । তার বিরুদ্ধে আমাদের (প্রাক্তনী এবং বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের) দাঁড়ানো আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে হয় ।

ভাবতে অবাক লাগে - এই কলেজেরই একজন ইংরেজ প্রিন্সিপাল, মিঃ ইগারটন স্মিথ (১৯২১ - ২৩; ১৯২৬-২৭) কলেজের মাঠ ঘোড়ার খুরের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেখে, তদানীন্তন ব্রিটিশ জেলা শাসককে মাঠে ঘোড়দৌড় অভ্যাস করা থেকে নিবৃত্ত করেন এবং কলেজ ক্যাম্পাসে আশ্রয় নেওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পুলিশের দ্বারা ধরপাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করেন । সেই কলেজ, তার খেলাধুলা, তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার গৌরবময় ইতিহাস ধ্বংস করার যে চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে এইক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়াতে হবে প্রাক্তনীদের সাথে বর্তমানদের ।

কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাক্তনীদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল তাদের সদস্যদের দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য শৌচালয়ের সুবিধা যুক্ত একটি ঠাই । কিন্তু সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনো আশ্বাস মেলেনি; অথচ, লক্ষ্য করা যায় যে, 'হনুমান মন্দির' স্থায়ী ভাবে স্থাপনার জন্য কলেজের চৌহদ্দির মধ্যেই সরকারি জমি বরাদ্দ করা হয়েছে । প্রাক্তনীদের অন্যান্য দাবির মধ্যে প্রাথমিক দাবি হওয়া উচিত - "প্রাক্তনীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র অফিস ঘর" । এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লে, আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা দপ্তরের কাছে এই প্রস্তাব রাখতে পারি যে, কলেজের সৌন্দর্য নষ্ট না করে, প্রাক্তনীদের দান করা অর্থে ছোট্ট একটি অফিস ঘর নির্মাণের অনুমতি চাই।

মহারাজা - মহারাণীদের দানে ১৮৪৬ সালে যে মহাবিদ্যালয়টি শুরু হয়েছিল - সেখানে স্কুল আর কলেজের ছাত্রের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫৮ (১৮৪৭ সালে) – যার মধ্যে দু'জন মুসলিম এবং দু'জন খ্রীস্টান ছাত্র ছিলেন। অথচ, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই কলেজের জন্য ৩৬ একর জমির সংস্থান রাখা হয়েছিল। পুরনো নথি অনুসারে দেখা যায় বাংলা ১ আশ্বিন, ১২৬৫ (ইংরাজি ১৯.০৯.১৮৫৮) সম্পাদিত একটি চুক্তির ভিত্তিতে, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে সে সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয় - "যতদিন কলেজ থাকিবে ততদিন শিক্ষা বিস্তারে এই জমি নিষ্কর দখল থাকিবে। কলেজ উঠিয়া গেলে মালিক খাজনা পাইবেন" । তখন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। দাতাদের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট । দাতাদের স্বপ্নের সেই কলেজ এবং তার পেছনে মূল আদর্শ বারে বারে ধ্বংস করার গভীর চক্রান্ত চলছে।

বলা বাহুল্য, এই কলেজ প্রাক্তনীদের প্রচেষ্টাতেই "হেরিটেজ" হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং প্রাক্তনীরা এই কলেজকে চূড়ান্ত অপমান এবং ক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার চিন্তা মাথায় রেখে ২০২০ সালে একটি জনস্বার্থ মামলা রুজু করেছে কোলকাতা হাইকোর্টে **(No. WP 9433 of 2020)** । মামলা চলছে এবং আমরা বিশ্বাস করি - আমরা সত্যের পথে আছি; তাই জয় আমাদের সুনিশ্চিত । এই মামলা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ । কিন্তু আমাদের সৎ উদ্দেশ্যর প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে প্রখ্যাত আইনজীবী, কোলকাতার প্রাক্তন মেয়র, শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় পেশাগত পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদের ন্যায় সঙ্গত দাবিটি আদালতের সামনে উপস্থাপিত করতে রাজি হয়েছেন । তথাপি, অত্যাবশ্যকীয় খরচ মেটানোর জন্য বহু সদস্য এই আইনি লড়াইয়ের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । প্রত্যেককে জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ । ইতিহাস সাক্ষী থাকবে কৃষ্ণনগর কলেজ আর সকল শিক্ষাপ্রেমী মানুষের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক্তনীদের এই স্বার্থশূন্য সংগ্রামের কথা । অনেক বাধা বিপত্তি আর শাসকের রোষকে উপেক্ষা করে আমাদের এই সংগ্রামে জয়লাভের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে যে লড়াই করতে হবে । সেখানে দল-মত আর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে, এই ১৭৫ বছরের কলেজ যাতে চিরজীবী হয়ে শিক্ষার কল্যাণে, জাতির উন্নয়নে বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে পারে সে জন্য ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যেকের সমর্থন চায় - আমাদের এই প্রাক্তনী সংসদ।

নতুন প্রজন্মের প্রাক্তনী আর পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রতি আজকের সম্মেলনে এই আহ্বান - আমরা আমাদের জাগ্রত চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি আমাদের সামনের বিপদকে এবং একসাথে তার মোকাবিলা করি । তা' নইলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না আমাদের নিশ্চুপ থাকার অপরাধ ।

প্রাক্তনী সংগঠনের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আজ এক নতুন শক্তিশালী আত্মবিশ্বাসী প্রাক্তনী সংসদের অভ্যুদয় হোক এই কামনা করি।

পরিশেষে, উপস্থিত সকলকে আমার ব্যক্তিগত তরফে এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বিনয়াবনত –

খগেন্দ্র কুমার দত্ত

১৩ নভেম্বর, ২০২২

সম্পাদক, কৃষ্ণনগর অ্যালাম্নাই এ্যাসোসিয়েশন

হেরিটেজ কলেজ প্রাঙ্গণে প্রাচীর তুলে বিভক্ত করা হচ্ছে

অ্যালাম্নাই এর পক্ষ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর জন্মদিন পালন

মিতা দে

প্রাক্তনীরা

ছায়াময় মায়াময় আর পাখ-পাখালি আর অসংখ্য গাছ-গাছালির মধ্যে নিরন্তর অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলা কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ১৭৫ বৎসরের মাইলফলক অতিক্রম করে চলা একটি বহতা স্বচ্ছতোয়া নদীর কলধ্বনির মত। রচিত হয়েছে কত কত মহানায়কের গীতগাথা, দেশে-বিদেশে জড়িয়ে আছে অনেক প্রাক্তনীদের অপরিসীম স্মৃতি মেদুরতা। আকুলিত প্রাণ বার বার ফিরে আসতে চায় এই মাতৃহৃদয়ের স্নেহের বাঁধনে। তবুও তো বিশ্বায়নের আবর্তে তারা উপভোগ করে অদম্য কৌতূহলে বিচিত্র ভাব-চিত্র।

মনে পড়ে যায়, শুধু মনন-স্মরণে আসে ভীড় করা একের পর এক সুখ-দুঃখ স্মৃতি, কৈশোর বেলার কলেজের উচ্ছ্বসিত রঙ-বেরঙের দিনগুলির অবগাহনে চুপকথার দেশে হাঁটতে গিয়ে আর পেছন ফিরে যাবে না কোন অনন্ত লোকের যাত্রী, কামনা থাকবে অনুচ্চারিত, আবার যদি আসি ফিরে — এখানে, এখানে, এখানেই।

মানসী দে

আমার দিনযাপন

কাগজে, দূরদর্শনে অথবা মুঠোফোনে কিংবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, হারিয়ে যাওয়া কলেজ জীবনের ঘটনা প্রবাহ মনের দুয়ারে ভিড় করে আসে। অতীতের ফসিল তো বর্তমানেরই গর্ভ থেকে উঠে আসা ভবিষ্যতের বীজমন্ত্র। তুলনামূলক কাহিনীর আস্বাদন তো এখান থেকেই জন্ম দেয়। অনেক বিখ্যাত সাহিত্য-রস আর মহাকাব্যিক সোনালী বর্ণচ্ছটায়, উদ্ভাসিত ঐতিহাসিক দলিলের, যতদিন সভ্যতার জয়ধ্বজা থাকবে, রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ আর স্পর্শময় পৃথিবীতে বিরাজ করবে মানুষের মূল্যায়ণ। কিশোরবেলা, যৌবনের মন-কেমন করা উদাসী দিনগুলির নিশানা, আর আগামী দিনের স্বপ্ন বুকে বয়ে নিয়ে চলা, প্রত্যাশিত লক্ষ্যের সোপানে পা দেওয়ার সুখস্বপ্ন, দৃঢ়তার সঙ্গে প্রোথিত হয়। এই কলেজের উর্মিমুখর প্রতিষ্ঠানের রোজনামচা থেকেই। সেখানেই সে হয় কল্পবৃক্ষের মত, মানুষ গড়ার কারিগরের মহান ভূমিকায়।

কিশোর বিশ্বাস

স্মৃতিবদ্ধ হত্যা

এতদীর্ঘশ্বাস নিয়ে কী বেঁচে থাকা যায়
সুনসান ঘরে চেতনা মাখা অন্ধকার
চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
বোমা-পিস্তল-রিভলবার
মেরুদন্ড হিম হয়ে আসে
একবার ভাবি এগোবনা পিছোব
না ট্রিগারটা টেনে দেব
সবকিছু চুরমার করে দেব
সারাঅঙ্গে মেখে নেব শোষকদের
হৃৎপিণ্ডের বদ রক্ত
সারা শরীরে কাঁপন লাগে-কাঁপন লাগে জিভে
শুধুমাত্র রাজনৈতিক হত্যা
নেই ক্ষুধা, নেই তৃষা নেই অতীত নেই ভবিষ্যৎ
চারিদিকে শুধু চেতনার হাহাকার
আমি চিৎকার করে উঠি
পারলে তোমরা নেতা ডেকে বেচে দাও আমার হৃৎপিণ্ড
তবুও !
শ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি জনতার মাঝখানে
এই পৃথিবীর কিনারে কিনারে আমি ঘুরে বেড়াব
আদি অনন্তকাল ধরে
গোপন ব্যথাটি থাক আমার ঝুলিতে ...
তবে মনে রেখো - কোন এক বর্ষাকালে
আজ থেকে শতবর্ষ পরেও
আমার বিক্রিত হৃৎপিন্ডটা হঠাৎ পল্লবিত হতে থাকবে
শ্যাওলাধরা স্যাঁতস্যাঁতে মনের দেওয়ালে
অজস্র কচি কচি হাতে অঙ্কুরিত হতে থাকবে
অফুরন্ত রঙের তুলি
তখন ইচ্ছে হলেই আকাশটা লাল আর নতুন সকাল।।

স্বপন কুমার দত্ত

স্মরণীয় কিছু প্রাক্তনী

কৃষ্ণনগরের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৪৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিচালন সমিতির শীর্ষে আছেন বর্তমান মহারাজা সৌমীশ চন্দ্র রায়।

১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠা হলে প্রথম অধ্যক্ষ হন ক্যাপ্টেন ডি.এল. রিচার্ডসন। নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত রামতনু লাহিড়ী এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার অধ্যাপক। এন্ট্রান্স পাশ করে তখন কলেজ ভর্তি হতে হতো। মাসিক বেতন ছিল ৫.০০ টাকা। একশো বিঘা জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত। মূল কলেজ দালান তিন বিঘা জমিতে। ১৮৫৬ সালে ৬৬,৮৭৬.০০ টাকা ব্যায়ে দালান নির্মিত হয়। এর মধ্যে বেসরকারী দানের পরিমান ১৭,০০০.০০ টাকা। ১৯০৯ সালে কলেজের ছাত্র ছিল ১২৮ জন এবং ১ জন প্রিন্সিপ্যাল, ৫ জন প্রফেসার ও ৪ জন লেকচারার ছিলেন।

স্যার রোপার লেখব্রীজ লিখেছেন "In those days Krishnagar was the principal seat of learning and civilisation"।

কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ তথা নদীয়া বিদ্যাচর্চার জন্য বিখ্যাত হলেও সাক্ষরতার হার কম ছিল। ১৯৭২ সালের প্রথম জন গণনায় দেখা যায় শতকরা ২.৪ জন লেখাপড়া জানেন। ১৯৬১

সালের জনগণনায় সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে গ্রামে নদীয়ার স্থান ৬ষ্ঠ এবং শহরে ৩য়। তখন কৃষ্ণনগরে মেয়েদের শিক্ষার উৎসাহ কম ছিল। স্বাধীনতার পর তা বেড়েছে।

নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায়ও কৃষ্ণনগর কলেজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯২৭ সালের ১১ই জুলাই কৃষ্ণনগর কলেজের হিন্দু ছাত্রাবাসটি মহারাজা উদ্বোধন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সুন্দর বাড়ীটিতে ১২৯৭ সালে নভেম্বর মাসে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল স্থানান্তরিত হয়। বহু বিশিষ্ট মানুষের পদধূলি ধন্য আমাদের এই প্রিয় কলেজ। এবার তাদের কয়েকজনের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : নদীয়া জেলার এক বিখ্যাত পরিবারে ১৮৯৭ খ্রীঃ ১৩ই জানুয়ারী হরিপদ চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট প্লীডার ছিলেন। তাঁর ভাগ্নে যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন) তাঁদের বাড়িতে থেকে কৃষ্ণনগর এ.ভি. স্কুলে পড়াশোনা করতেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১৯১৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ হতে আই. এস. সি এবং ঢাকা কলেজ হতে ১৯১৮ সালে বি.এ. পাশ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠানে তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে কয়েকবার কারাবরণ করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ জেলার সংযোগস্থলে জলঙ্গী নদীর ধারে সুন্দর শান্ত পরিবেশে 'সাহেবনগর কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠান' নামে একটি আশ্রম ও একটি গোপালন, কৃষিক্ষেত্র ৪০৪ বিঘা জমি নিয়ে শুরু করেন। ১৯৩৬ সালের ৫ই জানুয়ারী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

হেমন্ত কুমার সরকার : ১৮৯৫ সালে ৫ই মে কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মদন মোহন সরকার। মাতার নাম নিরোদবরনী দেবী। নদীয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে হেমন্ত কুমার একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল শান্তিপুরের কাছে বাগ-আঁচড়া গ্রামে। তিনি বাল্যকাল থেকেই একজন কৃতী ছাত্র। ১৯১৭ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন এবং ঈশান স্কলারশিপ পান। কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকার তিনিই প্রথম ছাত্র সম্পাদক। ১৯১৯ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি এম. এল. সি. নির্বাচিত হন। নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির তিনিই প্রথম সভাপতি। দেশের কাজে তিনি কয়েকবার করোবরণ করেন। স্বরাজ দলের চিফ হুইপ হন। তিনি সুভাষচন্দ্রের একান্ত বন্ধু ছিলেন। সুযোগ পেলেই সুভাষচন্দ্র কৃষ্ণনগরে তাঁর কাছে আসতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর কাছে কৃষ্ণনগরে এসে থেকেছেনও।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিনি ছিলেন একান্ত সচিব এবং দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সহযোগিতার কৃষ্ণনগরে বর্ত্তমান জেলা বিদ্যালয় পর্যৎ অফিসের পাশে একটি গৃহে স্থানীয় দরিদ্র মানুষের শিক্ষালাভের জন্য 'শ্রমজীবি নৈশ বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই শিক্ষকতা করতেন। তাঁর ব্যবহৃত চেয়ারটি এবং একটি আয়না সংরক্ষিত আছে ঐ গৃহে। বাড়ীটির নাম 'নেতাজীভবন'। কৃষ্ণনগর পৌরসভা বাড়ীটি সংস্কার করে একটি কমিটির হাতে তুলে দিয়েছেন।

মুখ্য উপদেষ্টা প্রক্তেন চেয়ারম্যান শ্রী অসীম সাহা। সভাপতি শ্রী স্বপন কুমার দত্ত সম্পাদক মহঃ সাজাহন আলি ও কোষাধ্যক্ষ শ্রী কিশোর বিশ্বাস।

দেশ স্বাধীন হবার পর হেমন্ত কুমার পশ্চিম বঙ্গ পঁয়ত্রিশ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ তবে সংবাদপত্র জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি ২১ খানি গ্রন্থের প্রণেতা বিদ্রু পাত্মক রচনায় তাঁর নাম ও খ্যাতি ছিল। 'সুভাষের সঙ্গে' বারো বছর নামে বইখানি হতে তাঁর সঙ্গে সুভাষের হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের কথা জানা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর বাড়ীতে এসেছেন, থেকেছেন।

সদা হাস্যময়, সুরসিক, কৃষ্ণনাগরিক, নদীয়ার সুসন্তান হেমন্দ্র সরকার ২৯শে নভেম্বর ১৯৫২ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

স্থানভাবে কলেজের সমস্ত কৃতী প্রাক্তনীদের সম্বন্ধে লেখা সম্ভব নয়। তবে একজনের নাম স্মরণ না করলে রচনাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তিনি হলেন সমগ্র ভারতের গৌরব দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।।

১২৭০ সালের ৪ঠা শ্রাবন (১৯শে জুলাই) কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারে জন্ম। পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, মাতা প্রসাদময়ী দেবী। কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে। এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৮৮০ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ, ১৮৮৩ সালে হুগলী মহসীন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ এবং ১৮৮৪ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করেন।

কৃষি বিজ্ঞানী হিসাবে লন্ডন থেকে ডিগ্রী পেলেও বস্তুতঃ তিনি ছিলেন নাট্যকার, হাসির গান ও স্বদেশী গান রচয়িতা তাঁর পুত্র দিলীপ রায় বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে এসে সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বহু হাসির গান আছে। ইংরাজী, বাংলা মিশিয়ে তাঁর একটি গানের নমুনা দিলাম —

তারেই বলে প্রেম ওগো, তারেই বলে প্রেম।
যখন থাকেনা Future এর চিন্তা,

থাকে না কো shame।।
রাস্তায় সর্প কিংবা ব্যাঙ।
if he does not care a dam,
চোখের নেশায় লাগলে ভালো,
হোক না কাফ্রী কিংবা ম্যাম
তারেই বলে প্রেম .....

১৯০০ সালে তাঁর 'হাসির গান' গ্রন্থ প্রকশিত হয়। তাঁর প্রথম ইংরাজী কাব্য গ্রন্থ Lyrics of India ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বহু জ্ঞানী, গুণী, বিশিষ্ট ব্যক্তি বেরিয়েছেন। তাঁদের সকলের কথা অল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

কলেজের বর্ত্তমান ছাত্রদের কাছে আশা, তারা আমাদের যশস্বী প্রাক্তনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই প্রতিষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করবে।।

ভারতী দাস

অবনীমোহন চলে গেলেন

অবনীমোহন জোয়ারদার ছিল আমার সহপাঠী এবং বন্ধু। কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজে সে ছিল বাংলা অনার্সের ছাত্র। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩। নদীয়া জেলার বেতাই গ্রামে ছিল তার পৈত্রিক বাসভবন। কৃষ্ণনগর কলেজ হস্টেলে সে থাকত। গ্রামের ছেলে — ধুতি, হাফ সার্ট পরে কলেজে আসত। তার সহজ, সরল, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সবারই মন কেড়ে নিত। টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ার পর পর একবার আমি ও আমার সহপাঠীরা অনেকেই কলেজের সামনের মাঠে বসে গল্পগুজব করছিলাম। গল্পগাছার মূল বিষয় ছিল ভবিষ্যতে কে কী করবে। যখন অবনীর বলার সময় এল সে কেঁদে ফেলল। বলল — 'আমার জীবনে কিছুই হবে না!' সবাই জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, কেন?। ও উত্তর দিয়েছিল — 'তোমরা জান না, কলেজে পড়তে পড়তেই বাবা মা আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।" আমাকে এখনই সংসারের ভার নিতে হবে।' শুনে আমরা অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম। অনেকে শুনে হেসেছিল। আবার কেউ কেউ বলল — এখবর তাদের জানা। যাহোক বি.এ. পাশ করার পর আমরা যার যার নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেলাম। অবনীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। শুনেছিলাম ও মুড়াগাছা স্কুলে বাংলার শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছে। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আমি তখন এম.এ পাশ করে কলকাতার একটি মেয়েদের স্কুলে শিক্ষকতা করছি। একদিন মেডিকেল কলেজের সামনে হরলালকা বাস স্টপেজে একজন সুটেড বুটেড স্মার্ট ভদ্রলোককে দেখে খুব চেনা চেনা লাগল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি অবনী। কে, অবনী না? জিজ্ঞেস করায় একলহমায় ও আমাকে চিনতে পেরে — আমার খবর জিজ্ঞাসা করল ও বলল ও ব্যারাকপুর পুলিস ট্রেনিং কলেজে আই.পি.এস ট্রেনিং নিচ্ছে। গ্রামের সেই হাফসার্ট পরা অবনীর সঙ্গে এই অবনীকে মেলাতে পারিনি। কিন্তু এখনও কত সহজ, সরল, নিরহংকার। এরপর খবরের কাগজে ওর খবর পেতে লাগলাম। খুব বড় পুলিশ অফিসার হয়েছে। একের পর এক জেলার এস.পি পদ অলংকৃত করে চলেছে। শেষে ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কর্মজীবন শেষ করেছে। ইতিমধ্যে ওর সঙ্গে দু'একবার দেখা করতে গেছি। একবার লালবাজারে। একটা ঘটনা আমার পরের বোন বানী মঞ্জুরী একবার একটা চিঠি পায় — 'তোমার ছেলে দুটিকে সাবধানে রেখো! ওরা আর কোনদিন বাড়ী নাও ফিরতে পারে।' এই কিডন্যাপিং এর চিঠি পেয়ে বোন আমার শরণাপন্ন হয়ে বলে, 'অবনীদাকে বিষয়টা জানা।' ওকে নিয়ে আমি অবনীর সাথে দেখা করি। অবনী পরের দিনই কিছু পুলিস সঙ্গে করে ওর বাড়ী আসে এবং পাড়ায় টহল দিয়ে ঘোরে। এরপর আর কোন বিপদ ঘটেনি। বিপদ হলে অবনী জানাতে বলেছিল। বর্তমানে বোনের বড় ছেলেটি

বেলজিয়ামে আছে — স্পেশ সাইন্টিস্ট।

আর একবার আমাদের এক বন্ধু অনুভা মিত্র কলকাতায় রঙ্ ডিরেকশানে গাড়ী ড্রাইভ করছিল — ট্রাফিক পুলিশ ওকে ধরে এবং নানাভাবে হেনস্থা করতে থাকে। ও সঙ্গে সঙ্গে অবনীকে ফোন করে জানায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অবনী এসে ওকে উদ্ধার করে। এমনই সহৃদয় ও বন্ধুবৎসল ছিল অবনী। ওর সল্টলেক বাড়ীর যে কোন অনুষ্ঠানে আমাদের অনেককেই নিমন্ত্রণ করত। আমার যদিও একবারও যাবার সুযোগ হয়নি।

কৃষ্ণনগর কলেজ এলামনি এসোসিয়েশনের ও মেম্বার ছিল। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল কলেজ প্রাঙ্গণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার। কিন্তু আমাদের এসোসিয়েশনের আর্থিক সম্পত্তি ছিল না। তখন ধরা হল অবনীকে। ওর কাছ থেকে যদি অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। অবনী মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত অর্থই বরাদ্দ করেছিল। ওর কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে যখনই যেতাম ওর স্ত্রী অঞ্জলি কিছু না খাইয়ে ছাড়ত না।

ও চাকরির মেয়াদ শেষ করে রাজনীতিতে যোগ দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে। প্রথমবার বিধায়ক হয়েছিল। পরে কারা মন্ত্রী। এর মধ্যে সেরিব্রাল অ্যাটাক হওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। চলৎশক্তি আগেকার মত আর ছিল না। তাই কারামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দপ্তরহীন মন্ত্রী করে দেওয়া হয়। ঐ অবস্থায় থেকেও ওর ছেলে তাপসের মাধ্যমে ওর কাজগুলি ও চালিয়ে গেছে। অবশেষে দীর্ঘ ভোগান্তির পর ওর জীবনাবসান হল ১২ই জুন, ২০২০ সালের ভোর বেলায়। আর যে কদিন বেঁচে আছি ওর শূন্যতা বড়ই বাড়বে। ওর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি ও ওর পরিবারের জন্য শুভকামনা জানাই।

Prof. B.N. Ghosh

My years with Prof. B. N. Ghosh at Krishnagar Govt. College and beyond: a personality that changed my life

Gokul C Das
Houston, Texas, USA

It has been about 47 years, still the last day of Prof. B. N. Ghosh (Brojendra Nath Ghosh, BNG or Sir) is fresh in my mind; his unresponsive body after a cerebral attack in a taxi near his home (Hedua Park) was brought to Kolkata Medical College Hospital and covered in a white bed sheet just on the floor. He already expired when I arrived there. What an end for a respectable gentleman and a scholar? I was contacted at about 2 AM in the midnight when my address was found on a postcard in his punjabi pocket. I was the only one there to take charge for his body at that moment, to break the news to his family and arrange for a cremation. First person I contacted was late Prof D. P. Pal, another ex-professor of our department living close to Medical College. He came to the hospital in the

morning and sent his son Arun to help me in the cremation. BNG occupied a special place in my heart. A package of human qualities in a single person was rare in my life. He had a golden heart, child-like pure mind, a deep feeling for the well fare of his students, strong spiritual awareness even being a physicist. He had also a keen sense of humor and lived a life without enemy. His amiable and cordial personality captured the mind of many students of our time. Beyond the boundary of student-teacher relationship, I came close to his personal and family life till his death for more than a decade before I left for Paris, France. Post retirement while looking back, I recapitulate how a single moment planted the seed in me for an ambition of coming abroad for higher education and research that virtually changed my whole life. One evening while I was in his office, he found a picture postcard in the mail sent by one of his former students, one Prankrishna, with a picture of Lake Ontario in Canada. While reading the message, he mentioned, I feel immensely happy today. Prankrishna came from a poor family and was one of my favorite students. After graduating in Radio Physics from Calcutta University, he left for higher studies in Canada. Hardly he completed his sentence, there was a spark in my mind : Then, I must do it. That is the moment where I started my real journey for life. Never looked back and landed in Paris on April 26,1976 just less than 12 years of my meeting him. It was a long but uncompromising struggle with just one and only one goal**.** It is the association that can turn one's life upward or downward just in a single moment**.** For example, we would not get Swami Vivekananda who introduced the philosophy of Vedanta and Yoga to the western world bringing Hinduism to the status of a major world religion, and established Ramkrishna mission for the service of the poor, unless Narendra Nath was directly associated to Thakur Shree Ramakrishna although only for five years, and his continued focused effort for another 7 years till his death.

The very first day of meeting BNG has been in the deep-freeze of my mind. After Higher Secondary in 1964, I applied for Physics Honors both in Belur Vidya Mandir (BVM) and Krishnagar Govt College (KGC). I was first selected at BVM. But I decided to study in KGC for its reputation, expenses, and distance from my home at Dainhat, Burdwan. Unexpectedly, I was selected for Chemistry honors in the first list which was my second preference, probably being it the highest score in my marksheet. For a correction, I met Prof. B.N. Ghosh (BNG), Head of the department of physics, very first time in his office at the end of the main building. On the ground that I have already been selected for Chemistry, he first denied me Physics

honors. I came back with a disappointment and was in the queue for admission in chemistry with a hesitation as I will have to live with this subject whole life. To my surprise, God listened to my mind, and in five minutes BNG came to get me and asked to come with him in his office. I followed him guessing that something good might happen to me; he accepted me in Physics honors with a smile. I happily got admitted, was assigned roll number 2 in the science class. This made me marked absent many times in the roll call for being late, even by a minute in spite of my running from the dining room of the hostel while others were walking comfortably. That is the beginning of my association with BNG. It would be probably a big mistake to study chemistry without much love for the subject; however, my research career abroad in the emerging field of molecular biology and medicine needed more chemistry, and less physics to understand the chemical basis of life. But as a physicist turned molecular biologist, I had a true satisfaction as both subjects were equally intellectual, one to know how the universe works and the other how heredity is passed from one generation to the next. Money is not always a measure of success ; satisfaction is another face of the same coin that cannot be ignored. After my MSc (Physics) from Kolkata University with a first class (one among a very few in our time in a class of 75) and being the first in Biophysics group, BNG offered me an opportunity to join KGC as a lecturer in Physics Department. I took the special paper in Biophysics in M .Sc class only to get into research in areas of molecular biology which was flourishing. This aspiration arose in my mind after attending the lecture by the Indian Nobel laurate Har Govind Khorana in Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata on newly discovered genetic code as the basis of heredity. Later in life, I had a great satisfaction of meeting about a dozen of Nobel laurates including the founders of molecular biology, such as, James Watson, Francis Crick and Francois Jacob coming from a mufassil college. Serving my own college made me also tempted. But when Sir (BNG) came to know I have also an offer to join the laboratory of Prof. N. N. Das Gupta, Ph.D. (London) FNA, Head of the department of Physics, Kolkata University as a Ph.D. student, he immediately encouraged me for the latter. Surprisingly, I came to Krishnagar twice from Kolkata in the same day, returning back from Madanpur. Again, had I been advised differently for his own interest, I would have an entirely different life today! It is quite common to be at the crossroad in every life; if you take a left turn, or right turn or go straight, things would be so different at the end of journey.

I was in the undergraduate class from 1964-1967. In such a small span, a strong bondage with BNG was developed for several reasons. We were the second batch of newly opened Physics Honors course that was the outcome of BNG's dream and untiring effort (with the help of other faculty members) including the sanctioning of the separate new building built after his death. The practical laboratory was not well developed at that point. That was the main draw back. Every weekend Sir was going to Kolkata and bringing some small equipment and accessories from Adair Dutt for testing, again returning it next weekend if not satisfied. Together with students of first batch we were in the laboratory till late evening, especially those living in the hostel or nearby; we were working over the weekends, and even during summer vacation when the kitchen in the hostel remained close, to evaluate the instruments. Secondly, as I was living in the hostel, was always at his disposal; we were in his office sometimes late at night to prepare his lecture notes, or discussing some physics chapters, or discussing experiments. Many times, we were about to leave for a movie at Chitra Mandir or Chhayabani or for a social function at Rabindra Bhavan in the evening, suddenly Mahendra da or Deben da would appear like a jamdut (messenger of Jamraj) with a message, " Sir wants you to see him in the evening." Fun disappeared instantaneously. BNG was an unmarried person and living alone, away from home his family in Kolkata. Tapan Sengupta (retired from Ranaghat College) and me from my batch, and Pranab Ghosh and late David Rozario among our seniors were especially spending much time by turn in the evening in his office. Our dinner in most days were kept in our room after the dining hours. That is not the end. Again, BNG came with us in the hostel and spend another hour siting in one of our rooms reading newspapers till 11 PM. For convenience, he made sure that the only double-bed room available is allotted to physics honors students; Tapan and I occupied it in third year. There were many problems, in-fighting between groups in the hostel from time to time and he made many constructive suggestions with humor to dissipate the tension. He always emphasized that you need a different mind-set to study the subject of Newton and Einstein. At those age when boys are interested in many other extracurricular activities, our life was college-bound by his demand.

Sir showed a keen interest in linking science with humor and spirituality. He used to teach a part of general physics and geometrical optics in the first two years and physical optics and relativity in the third year in my recollection. His class was at the last period; it was not a regular class of forty-five minutes but spanned some-

times more than two hours with a tea break as a special treatment. He kept the keys for the ladies' common room with him after the office hours and asked openly the girls in a fatherly manner to request for the keys when they need it. They naturally felt very shy in front of the boys. Every five minutes he mentioned a humorous jokes linking science with common day experience and extending beyond. In many cases, his hero was the overly qualified son- in- law of a zamindar family who repeatedly failed in BA examination but always fond of writing letters to his father-in-law in English to impress him, such as, I have" thisis (phthisis) on my thai (thigh). Nalini doctor of our village has done the cooperation (operation)." I still remember his statement about Newton's laws of motion," the first law gives us the definition of force, second law how to measure it and third law the picture of force." I have never heard any teacher to say the " picture of the force" rather we were accustomed by saying," to every action, there is an equal and opposite reaction;" in daily life, as ' tit for tat", or the reaction of a husband depends on the delivery of a wife or vice versa. While teaching special theory of relativity, he made an interesting joke. Many of you know that in Einstein's special theory of relativity, time(t) is an additional fourth coordinate to describe an event in the universe besides those needed to describe in three dimensions (X,Y,Z). In a court case, the judge asked the lawyer, if all gates and doors were locked, how did the thief escape? The lawyer was at a loss, and he had a vague idea about the newly described theory of relativity. He replied, "Sir, probably the thief escaped through the fourth dimension of Einstein.

Many of his past students, especially those from Presidency College were DM or SDO posted at Krishnagar. They were very fond of their teacher and used to visit him in the college office in the evening. One interesting incident was a visit by a newly transferred SDO with his wife after their wedding. It was late in the evening; he managed to bring some tea from the hostel, but no cup and dishes were available as the cabinet was locked. Sir was serving tea to the couple in cleaned 100 ml beaker available in his office and made a joke by saying," you can see easily there is not enough money in the department". SDO was the chair of the College governing body. They were smiling, but both Tapan and me felt very embarrassed.

His sympathy and feeling for students and the family was unparallel. The students at our class were mostly from middle or lower middle-class family and passed in the first division to qualify for new government initiative for loan scholarship. But many of us missed the deadline as no announcement was made in the college. After

one year, Sir brought the application form from Writers' building for us that we filled out. He took it personally with him after college endorsement and made a case because we failed to apply in time. We got two years scholarship together at the same time. This was a great relief for our family!

We did have many hardships for practical classes and was nervous for the practical examination set in Kolkata colleges with unknown apparatus and environment. This was a drawback of studying Physics Honors outside Kolkata. In part I examination, when there was an uncertainty whether the train will run during a bondh (strike), he made a backup arrangement with the help of District Magistrate's office against principal's wish so that his students can reach to the examination hall in Scottish Church college, Kolkata safely in time. My Part II honors practical was set at Presidency College and Sir arranged for my accommodation near the college with Pranab Ghosh and asked him to take a particular care for me. Also, there was a big problem in Krishnagar and in rest of Bengal in 1966-67, as no rice was available in the market. He was virtually in tears thinking of many poor students and office bearers associated with him to support a big family with small income. He managed through DM or SDO office (his student) to get rice for him and sent to many of them. He also supported financially to one or more of his very bright students to my knowledge who were attacked by a life-threatening disease who later became his colleague at KGC.

Sir himself was a student of CV Raman, Meghnad Saha and Satyendranath Bose, and started research after M.Sc. but left it unfinished to search for God in Himalayas at the call for his intense spiritual awareness. He regretted about it many times as some of his classmates developed a research career in universities. Spirituality influenced his life very much. His appearance and especially the eyes were exactly the mirror of his inner self. Physicist Albert Einstein believed in God in a unique way; harmony in nature to him is simply a manifestation of the existence of God. BNG's spiritual awareness had other dimension of believing Lord Krishna as the supreme authority. Sir used to read Gita every evening before leaving his office and explained to us in between discussion on physics. He taught us that Gita teaches everything that one needs in life and selected just five slokas (chapter 2, sloka 11; chapter18, sloka 58,64,65,66) out of seven hundred for us not only to read but also to practice. He repeated it many times the significance of sloka 65 of chapter 18 to emphasize that in no religion (to his knowledge) except in Gita, God is pledging

" মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে " to those who will think of Him, devote to Him or worship Him so that they attain their supreme goal of attaining Him - ''মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু"। This was said earlier in Chapter 9, sloka 34" and is repeated in chapter 18 to underscore it. Many of us who were close to him practiced reading Gita once every day. He delivered in the evening before the examination an envelope with student's name on it containing flowers that were offered to Lord Kirshna the night before to carry it in the examination hall in the pocket as a gesture how much he cares to protect his students. Although science and religion, whether God created the universe or it was created by laws of science, has been an unsettled issue all along, we blindly followed it as we do to our parents. Certainly, reading and practicing Gita helped me to control mind and focus on5 my goal. BNG was at heart a disciple of Sri Aurobindo and mentioned how revolutionist Aurobindo was transformed into Rishi Aurobindo. I found Sir to organize a small gathering to pay homage to him on August 15, the day college remained closed.

Honors books were expensive and were mostly written by foreign authors in those days. Whoever asked for it, he would give them his own copy or took a loan from the library. Unfortunately, many of them did not return those books before leaving college. This created an excessively big problem in his retirement. He was served a lengthy list of books issued in his name to return before drawing the provident fund. We were buying many of them from old book shops on the footpath at college street, in front of Presidency College, in Kolkata.

Tapan and me were given the responsibility of sending balloons for weather forecast from the roof of the main building every morning with a stamp of the physics department, KGC. We followed the course of the balloon- as far as we can see it -with a curiosity like Apu and Durga watching the train for the first time in Pather Panchali movie, but with a dream for our unknown future. We do not know what happened to these balloons after a while and its impact on weather forecast in Nadia district or in whole of West Bengal. Also, we used to watch lunar eclipse with Sir from college compound at midnight with magnifying lens from the department. What a joy as a teenager! He was acting like friends.

In the third year, once he was sick for a few days; when we came to know about it, he needed an immediate transfer to Shakti Nagar Hospital for surgery. We, the

faculty, students, and staff of the physics department (about 20-30), gathered in the small lawn in front of his rental apartment at 4PM. He was an unmarried person and living alone there like a monk. His main family was at 6B, Sahitya Parishad Street, Kolkata. He asked only for me to go inside to dress up him for the hospital. This made me feel very satisfied for an opportunity to serve him in this critical time. During surgery, Jyoti babu (JPS, our late professor), Biren,Tapan and myself were in the hospital till mid night. Onwards, while in the hospital bed he asked me every day to buy some special orange from Patra market and an earthen pot (kujo) for water in his cabin. Surprisingly, he developed a friendship with the physicians, nurses, and staff there whom he knew only for a day or two because of his keen sense of humors without ego. He already earned their respect too. One night, I was asked to kill all the mosquitoes under the curtain, but I was not able to kill all but some. On hearing the noise again from the survived ones, he was asking," how many mosquitoes were in the curtain, Gokul." I replied, Sir they are about 6 to 7. He immediately replied how do you expect a first class in Physics honors? Say exact number, either 6 or 7. To prove him wrong this time, I got a first class in all exams after this incident. I still remember how difficult it was to count accurately the mosquitoes changing path quickly without obeying Newton's laws of motion. During BNG's hospital stay, I became incredibly famous in the college and hostel. Every night, after I came back from the hospital Principal Chandrika Prasad Banerjee and Hostel Superintendent Hembabu were asking for an update of his health; same thing for many college professors, staff, and students those who loved and cared for him. So long, his family members, the two sisters and an old mother, were not informed at his request. When informed they came immediately and took him to Kolkata from the hospital. I became more closer to him and his family that lasted for another 7-8 years after leaving KGC till his death. When he used to be in Kolkata, I would receive a post card ahead asking to see him on Saturday or Sunday. At the last days of his mother, I spent 36 hours in his residence taking care of her in his absence . He never met my parents but sent a telegram money order at my father's sraddha ceremony; he often mentioned, I like to meet your father to make him aware that you are so restless that, "tumi biyer piri theke uthe aste paro" (a possibility of making a U-turn from wedding ceremony leaving the bride there!).

Sir's residence in Kolkata was close to that of his teacher Prof. Satyendra N. Bose, National Professor of Physics, and the founding father of Bose-Einstein statistics

(the name Boson is coined to half of the world's elementary particles after his name and for Bose-Einstein condensate, which won the Nobel Prize when proved after his death). From his stairs to the second floor, one could clearly see Prof Bose was doing some calculation with a slate and pencil and a pet(cat) was in his laps. I was fortunate to meet Prof Bose and touched his feet on the celebration of his 80 th birthday in Bose Institute when I was doing my research in Science College next door. The day he passed away, I accompanied Sir in the morning to put a wrath on his master's body. I did not come back with him but joined the funeral procession with our professors of Physics department, some of them were his direct students.

Lately BNG was Officer-in-charge of KGC. After retirement he worked as the Head of the department of Physics, BVM, when his memory started declining fast and he took my help to discuss topics in the evening before his class. Later, he moved as a principal to Lovepur College, Birbhum and was in this position at the time of his death. On couple of occasions, he did not give me proper credit or misjudged me. I was surprised he remembered those incidents vividly and admitted his mistakes late in his life. It brought tears in my eyes! Living in USA for over 45 years, I could not abide by some of his advice under western culture. But I have continued reading Gita till today. Surprisingly, he was in my dream when I visited Haridwar during my trip to India. He had many critiques because of his lifestyle and broad mind set, but everyone showed much respect for him. I had discussions with several past students of KGC (including late Ashesh Das, Pijush Tarafder, Biren Das, Gautam Pal and late Prof. T .K. Modak) whether his memory in the Physics Department could be preserved in some way, even simply naming a laboratory as the " Ghosh Laboratory." Any initiative, if possible currently , would be highly desirable and appreciated. I have a feeling that I could not pay him enough in return for what I got from him. Surely, he enlightened the mind of many more students in his lifetime. I carry his image in my mind always and salute this great personality from my heart ! (This article is based solely on my personal experience. Comments and experiences from others are welcome in WhatsApp of KGC Alumni Association; my number is 832-971-5461)

প্রশান্ত মল্লিক

উপেক্ষিত কলেজটির হাল

১৯৭০ সালে কলেজে ভর্তি হওয়ার দিন থেকে শুনে আসছি কৃষ্ণনগর কলেজ ইউনিভার্সিটি হবে। বহুবার সংবাদ পত্রে ও রেডিওতে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি এখবরও প্রকাশিত হয়েছে যে UGC কৃষ্ণনগর কলেজে ইউনিভার্সিটি করতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। আমরা কৃষ্ণনাগরিকরা খুব আনন্দ করলাম এই ভেবে যে আমাদের কলেজ খুব শিঘ্রই ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। তারপর জলঙ্গী দিয়ে গ্যালন গ্যালন জল প্রবাহিত হলেও কৃষ্ণনগর কলেজ ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত হয়নি। বয়স এখন তার ১৭৬ বছর। সে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন। চলছিল তার নিজস্ব শৈলীতে। আপন গরিমায়। বহু কৃতি ছাত্র-ছাত্রী উপহার দিয়েছে এই কলেজ। একসময় এখানে এম.এ-র ছাত্র-ছাত্রীদেরও পড়ানো হ'তো। ১৯৩৬ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর সময়ে কলেজের পঠন-পাঠন অভ্যস্ত সুচারুভাবে পরিবেশিত হয়। তারমধ্যে এসেছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। শুরু হল বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ। একই সঙ্গে নেমে এল প্রাকৃতিক বিপর্যয় 'বন্যা'। জলের তোড়ে ভেসে গেল প্রচুর শরণার্থী শিবির। অসহায় মানুষ কোন জায়গা না পেয়ে উঠল এই কলেজের ঘরগুলিতে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াল। স্কুল কলেজগুলি হয়ে গেল হতভাগ্য শরনার্থীদের আশ্রয়স্থল। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর তারা আবার চলে যায় শরনার্থী শিবিরে। কলেজ খুলল। শুরু হল তার পথ চলা। নকশাল আন্দোলন বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। বন্যার জল, জল ঢেলে আন্দোলনটিকে অনেকটা দুর্বল করে দেয়। কলেজ খোলার পর সেই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। শহরের যেখানে সেখানে মানুষ খুন হতে থাকল। তারফলে যখন তখন কার্ফু হতে লাগল। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে গেল বিপদে। তৎকালীন অধ্যক্ষ ব্রজেন ঘোষ তার একান্ত অনুগত ছাত্র জেলাশাসক দীপক ঘোষকে ফোনে বললেন, ''দীপক, এইভাবে যখন-তখন কার্ফু জারি করো না। তাতে আমার যেসব ছাত্র-ছাত্রী চাপড়া করিমপুর তেহট্ট হাঁসখালি রানাঘাট শান্তিপুর নবদ্বীপ বেথুয়াডহরী থেকে কলেজে আসে তাদের বাড়ি ফিরতে ভীষণ সমস্যা হচ্ছে।" উত্তরে দীপক ঘোষ বললেন, ''স্যার, কিছুই করার নেই"। আপনি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে কলেজের একটা ক'রে আইডেনটিটি কার্ড দিয়ে দিন। বাকিটা আমি দেখব।" জেলাশাসক স্যারের কথা রেখে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পুলিশের সাহায্যে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আর কোন অসুবিধা হয়নি।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তো ইচ্ছা করলেই কৃষ্ণনগর কলেজটিকে ইউনিভার্সিটি করতে পারতেন। তাঁর উন্নয়নের স্ফুলিঙ্গ কেন কলেজটির উপর পড়ল না তা বুঝতে পারলাম না। একটা কারণ

অবশ্যই হ'তে পারে যে কৃষ্ণনগরের হ'য়ে বলার মতো কেউ নেই। কাশীকান্ত মৈত্র চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণনগরের হয়ে বলার মতো কেউই আর জন্মাল না। রাজ্য সরকার ২৫-২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়লেন। ১৭৫ বছরের এই প্রাচীন কলেজটির কথা তাঁর একবারও মনে এল না? অবাক করার মতো বিষয়। উন্নয়নের জোয়ার কৃষ্ণনগরকে স্পর্শ করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস আমলে যা যা হয়েছিল এখনও সেইসব জিনিস নিয়েই আমরা চলেছি। বিগত বামফ্রন্ট সরকারও কিছুই করেনি। বর্তমান সরকারও এই শহরের উন্নয়নের কিছুই করেনি। বর্তমান সরকারও এই শহরের উন্নয়নের ঘরটি ফাঁকাই রেখেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে অন্য জেলার নেতারা যা চাচ্ছেন সেটাই পাচ্ছেন। তর্ তর্ করে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সব জেলা। হতভাগ্য শহর কৃষ্ণনগরের পরিকাঠামো এত ভাল থাকা সত্ত্বেও এখানে একটা সরকারী মেডিকেল কলেজ হল না। হলনা একটা সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। হয়নি একটা সরকারী বি.এড কলেজ। শিল্প কল-কারখানা তো দূর অস্ত।

এর মধ্যে ঘটে গেল একটা ঘটনা। রাজ্য সরকার কৃষ্ণনগর কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই শুরু করলেন কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। শহরের অন্য কোন স্থান তারা খুঁজে পেল না। গোদের উপর বিশফোড়ার মতো চাপিয়ে দিলেন আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় 'হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ব বিদ্যালয়। রাজ্য সরকারের কিছু অবিবেচক নেতা-আমলা-মন্ত্রী সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনৈতিক ভাবে কলেজের গ্রীক-রোমন স্থাপত্যটিকে ধ্বংস করে গায়ের জোরে শুরু করে দিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। 'হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ' বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন দেখলে ঘোড়াও হাসবে। কথা হল, কেন এই স্থানটি বাছা হল? গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাচীর দেওয়া সম্পূর্ণ হলে কলেজের সামনে রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে কেউই আর তার সাধের কলেজকে কোনদিনই দেখতে পাবে না। অবাক লাগে এই ভেবে যে কার মাথা থেকে বেড়িয়ে এল এমন একটি উদ্ভট নকশা। মনে হয় কোন এক দুষ্ট চক্র কৃষ্ণনগর কলেজের ঐতিহ্য ও গরিমাকে সহ্য করতে না পেরেই। এমনটি ঘটিয়েছে, কোন সিদ্ধান্তই একতরফা নেওয়া উচিৎ নয়। জেলা শাসক বিশিষ্ট কৃষ্ণাগরিক কলেজের অধ্যক্ষ বর্তমান ছাত্র প্রতিনিধি ও প্রাক্তন ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। তাহলেই ভুলটা কম হয়।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ, এমন একটি ঐতিহ্যমন্ডিত কলেজ দেখতে দেখতে ১৭৬ বছরে পদার্পন করল। এই পরিবারের জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ যে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা নিয়ে মহাউল্লাসে নৃত্য করছে। আর বয়ঃজ্যেষ্ঠ কলেজটি তার নাতির বয়সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে অশ্রুপাত করছে। এটা কি কখনো মেনে নেওয়া যায়? এককথায় এটা অবিচার। আমাদের অনুরোধ, অতিসত্ত্বর এই সু-মহান কৃষ্ণনগর কলেজকে রাজ্যের ৩১তম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দান করে নিজেদের ভুল সংশোধন করে কৃষ্ণনগরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদান করুন।

দেবাশিষ মণ্ডল

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প : কৃষ্ণনগর কলেজ

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প নিয়ে শেষ কথা বোধহয় কখনই বলা হয়ে উঠবে না। আমাদের কলেজের সঙ্গে এখানকার মৃৎশিল্পের ইতিহাস খানিকটা হলেও সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে। আমারও ভান্ডারে আছে কিছু কথা, যা উৎসাহীদের আগ্রহ জাগাতে পারে।

মাটির মডেলের সাহায্যে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার বা কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন-কর্মকাণ্ড তুলে ধরার চেষ্টা করাটা এখন যথেষ্ট পুরোনো হয়ে গেছে। এর সূচনা কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজে আমরা করেছিলাম। একটু সবিস্তারে বলা যাক। ১৯৫৭-তে এল সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী। তখন আমরা থার্ড ইয়ারে। ইতিহাস বিভাগের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হয়ে বসে গেলাম কিভাবে যথাযোগ্যভাবে এই শতবার্ষিকী পালন করা যায় তা ঠিক করতে! আমরা মানে থার্ড ও ফোর্থ ইয়ারের ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী আর অধ্যাপকবৃন্দ। ছিলেন বিভাগের প্রধান দিলীপ বিশ্বাস, প্রফুল্ল বাবু আর সুবোধবাবু। শেষোক্ত দু'জনার উৎসাহই বেশী। নানা দিক আলোচনার পর ঠিক হল মাটির মডেলের সাহায্যে বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে ধারবাহিক ভাবে তুলে

ধরার চেষ্টা করা হবে একটা প্রদর্শনী করে। কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা মৃৎশিল্পীদের সাহায্য নেওয়া হবে — কৃষ্ণনগর কলেজের কাছে এমন কিছুই সকলে প্রত্যাশাও করেন বৈকি! দু'টো সমস্যা দেখা দিল। প্রিন্সিপাল স্যারকে রাজী করানো আর ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পীদের ব্যাপারটা বোঝানো। এটার কারণ হল, এমন কিছু এর আগে কোথাও হয়েছে বলে জানা নেই।

তা, প্রিন্সিপাল স্যারকে সহজেই রাজী করানো গেল, শুধু তাই নয় তিনি বললেন, ডিপার্টমেন্টকে তিনি টাকা স্যাঙ্কশান করার কথা বললেন। 'তা ছাড়া, দরকার পরলে এক'দেড়শো আমরাও দিতে পারবো, কি বলেন?' প্রিন্সিপাল স্যারের মুখের উত্তর স্যারেরা কি করে বলেন, তখন ওই এক'দেড়শো' টাকার কি দাম! সমস্যা হ'ল মৃৎশিল্পীদের নিয়ে। প্রফুল্লবাবু-সুবোধবাবুরা রিক্সায় আর আমাদের দু'তিনজন সাইকেলে, প্রায় রুটিন হয়ে দাড়াল, ঘূর্ণিতে শিল্পীদের বাড়ীতে-বাড়ীতে হানা দেওয়া। কিছুতেই বোঝানো যায় না। শেষমেশ দিলীপবাবুকে নিয়ে যেতে হল তাঁর ঐ চেহারায় ও অসামান্য ব্যক্তিত্বদেখেই বোধ হয় - বরফ গলল। শেষ অবধি একজন দু'জন করে পাঁচজন রাজী হলেন।

এবার সিপাহী বিদ্রোহের মূল ঘটনাগুলি বাছাই করবার দায় পড়ল আমাদের, মানে থার্ড ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। পরীক্ষার দোহাই দিয়ে ফোর্থ ইয়ারের দাদারা সরে দাঁড়ালেন। দিন দশেক ধরে প্রচন্ড খাটাখাটির পর মোটামুটিভাবে গোটা পঁচিশেক ঘটনা বাছা হল। শিল্পীদের অনেক করে বোঝানো হল। এক একটা উইন্ডোতে এক-একটা এপিসোড, ৮-১০ ইঞ্চি মডেলের সাহায্যে তুলে ধরতে হবে সেই সময়কার পোষাক-আসাক সহ যথাসম্ভব। কামান-বন্দুক, এসব তো আছেই। এই সব বোঝাতে রোজ-রোজ যাতায়াত করতে করতে আমরা প্রায় ওদের ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলাম।

এই সময়েই আবিষ্কার করেছিলাম, কা'রো কুলুঙ্গির মধ্যে, কা'রোবা পুরোনো আলমারীর ওপর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া লাল শালুর পুটুলির মধ্যে অপ্রত্যাশিত গুপ্তধন। বহুদিনের পুরোনো তুলোট কাগজে ছাপা(!) গোটানো একগুচ্ছ সার্টিফিকেট, মেডেল, ফিতে ইত্যাদি। প্রথমে একটা গোটানো কাগজ খুলতেই সোনালী রঙের লেখা ঝলমল করে উঠল, বিদেশী ভাষায় ছাপা। প্রফুল্লবাবুকে নিয়ে গিয়ে দেখাতেই তিনি চমকে উঠলেন, এতো সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সই! নীচে লেখা ''এম্পারর অব দি ফ্রেঞ্চ'', 'এম্পারর অব ফ্রান্স' নয়। বোনাপার্ট এই উপাধীই ব্যবহার করতেন। সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল, চোখের সামনে ইতিহাস প্রত্যক্ষ করছি আমরা!

এরপর যা হয় আর কি! সব বাড়ীতেই পুরোনো বাক্স-পুটুলি ঘাটবার ধুম পরে গেল। পাওয়াও গেল অনেক কিছু যার কিছু আমরা ঐ প্রদর্শনীতে দেখিয়েছিলাম আলাদা করে। কৃষ্ণনগরের পুতুল শিল্পের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে তখন নতুন করে আবার চর্চা শুরু হল। সে সব নথিপত্রের হাল-হদিস আর জানি না।

প্রদর্শনীটি কিন্তু চারিদিকে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। লাইব্রেরীর জন্য তৈরী হওয়া নতুন বাড়ীটার একতলা তখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাদের তাড়নায় রং-টং সব। দ্রুত সম্পূর্ণ হল (এখনকার গেটের পাশে দোতলা বাড়ীটা)। সেখানেই এক মাসের বেশী সময় ধরে ঐ প্রদর্শনী চলল। উদ্বোধন করেছিলেন তখনকার ডি.পি.আই ইতিহাসের মানুষ মামুদ সাহেব। এসেছিলেন শিক্ষা জগতের বিশাল ব্যক্তিত্বরা। ছাত্র সুবোধ বাবুর আগ্রহাতিশয্যে এসেছিলেন সুশোভন সরকার মহাশয়ও। মনে পড়ছে শঙ্করদাস বন্দোপাধ্যায় এসেছিলেন দু'বার একবার স্পীকার রূপে, আর একবার অর্থমন্ত্রী রূপে। দু'বারই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন করেছিলেন — এবং সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে খুশী হয়েছিলেন। অনেকদিন মনে রেখেছিলেন আমাকে। বলা বাহুল্য প্রিন্সপাল দুর্গাপ্রসন্ন বাবু আমাদের ডেকে বলেদিয়েছিলেন, দেখবে, কেউ যেন আমার কলেজের নিন্দা না করতে পারে। আমরাও হুমকি খেয়ে অনেক পড়াশুনো করেছিলাম। মনে আছে আমি নিজে রমেশ মজুমদার, সুরেন সেন ও দিল্লীর পিপ্‌লস্ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশ হওয়া বই — এই তিনটি খুঁটিয়ে পড়ে পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। তখনই শ্রদ্ধেয় রমেশ মজুমদারের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। দু'টো ইংরেজী পত্রিকাতেই প্রদর্শনীর প্রশংসা প্রকাশ করে বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছিল।

মাটির মডেল দিয়ে প্রদর্শনী সেই প্রথম। তার ক'বছর পর রবীন্দ্র শতবর্ষে এবং আরো দু'বছর পরে স্বামিজীর শতবর্ষে মডেল দিয়ে প্রদর্শনী করা বেশ চালু হয়ে যায়। তাদের কাজের নতুনতর দিকও খুলে যায়।

বলতে ভুলে গেছি, প্রদর্শনীর ব্যস্ততার মধ্যে ক্লাস থেকে কিন্তু মোটেই রেহাই পাইনি আমরা। তিনজন স্যারই নানা ''আনক্যানি আওয়ার''এ আমাদের ক্লাস নিয়েছেন — কেউ সকাল ন'টায়, কেউ বা ছ'টার পর লাইট জ্বেলে। ভাগ্যিস আমরা সেই সময় কলেজের ছাত্র হ'তে পেরেছিলাম!

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে আসছে। দক্ষিণ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের তখন কোনও কৌলিন্য তো ছিল না, কোন বড় পূজোর মুর্ত্তিই তাদের দিয়ে তৈরী করবার কথা

তখন কেউ ভাবতেনই না। তাঁদের নিছক কুমোর বলে পরিচিতি ছিল — মেলায় বা অন্যত্র পুতুল, সরা ইত্যাদি বিক্রয় করতেন তাঁরা, অন্ততঃ সবাই সাধারণভাবে তা-ই জানত। ঐ সময় নাগাদ (অর্থাৎ ৫৭-৫৮ সাল নাগাদ, একটা ঘটনা ছবিটা একেবারে পালটে দিল। ঠিক কী কারণে মনে নেই কি যে একটা দুর্বিপাকে, ঠিক হল সেবার কলেজের সরস্বতী পূজো হবে না। সবারই মন খারাপ — শহরের সেরা একটা অবশ্য দর্শনীয় পুজো! এতে এমন কি, ছাত্ররা যারা কলেজের পরিবর্তে পাড়ার পুজো নিয়েই ব্যস্ত থাকত বেশী, তারাও যেন মুষড়ে পড়ল। অবশেষে ঠিক চারদিন থাকতে প্রিন্সিপাল ডেকে বললেন, এবার দেখো, পুজোটা করতে পারো কি না।

সাইকেল বাহিনী নিয়ে বেড়িয়ে পরলাম আমরা। কলেজের পুজো বলে কথা, কোনও শিল্পীই, মানে যাঁরা ইতোপূর্বে কলেজের পুজোর প্রতিমা তৈরী করেছেন, তাঁরা কেউই রাজী হলেন না কিছুতেই। সবাই হতাশ। আমরা দক্ষিণেই থাকি, আমাদের মনে হল, চেষ্টা করেই দেখা যাক না। নতুন বাজারের পেছনেই থাকতেন সুবল পাল, তার কাজ ভা'ল লাগত আমাদের। গিয়ে ধরলাম তাঁকে, কিছুতেই রাজী হন না — কলেজের প্রতিমা বলে কথা! অনেক সাধ্য সাধনার পর অবশেষে রাজী হলেন। তবে শর্ত দিলেন, জবরজং করে মন্ডপ সাজানো চলবে না, তাঁর কথাই শুনতে হবে, আর শর্ত! রাজী হয়েছেন এই অনেক।

তা তিনি ঐ চারদিনের মধ্যেই তৈরী করলেন প্রতিমা। একটু ছোট হলেও, এমন একটা প্রতিমা করে দিলেন, যে শহরে সারা পড়ে গেল! সম্পূর্ণ মাটির মূর্তি, আজকাল যাকে আমরা ওরিয়েন্টাল বলি, সেই ধরনের। হলঘরে, প্লেন সাদা পর্দার ওপর হাল্কা সবুজ আলো। নিরঞ্জনের সময় ট্রাকের ওপরেও তাই। শহরের মানুষের তাক লেগে গেল! রাস্তার মাঝে-মাঝেই ট্রাক থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন মানুষ।

তার পর থেকে দক্ষিণ কৃষ্ণনগরের 'কুমোরদের' সম্পর্কে ধারণাটাই পালটে গেল। এরপর থেকেই তাঁদের প্রতিমার বায়না মিলতে লাগল। নাম হয়ে গেল সুবল পাল, কানাই পাল - এঁদের। পেশাগত ভাবে তাঁদের কদর বেড়ে গেল অনেকটাই। কাজেই এক্ষেত্রেও সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর নুড়ি এগিয়ে দেওয়ার মত কৃষ্ণনগর কলেজের ভূমিকাটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? এজন্য আমাদের বিশেষ করে আমার তো একটা সুপ্ত গর্ব অনুভব হয় এখন অবধি! সুবলদাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, যা স্থায়ী হয় শেষ অবধি!

পবিত্র কুমার সরকার

বিপ্লব তোমাকে খুঁজি

দেশ মাতৃকার পদ যুগলচুমে
যৌবনের রক্ত ঝরিয়ে
ফাঁসির দড়ি গলায় ওঠাতে
ভয় ছিল না যাদের,
অন্ধকারে আলোর দিশারী খুঁজে পেতে
লৌহকঠিন মন নিয়ে ওরা রুখে দাঁড়াল
বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে।
উদ্দেশ্য দেশের পরাধীনতার মোচন।
রক্তিম বিপ্লবের নেশায় রক্তাক্ত হতে হতে
জীবন উৎসর্গ করে শহিদ হয়েছে ওরা।
বিফল হয়নি ওদের পরিশ্রম,
পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে
সকল আঁধার ঘুঁচিয়ে
একদিন ভারতের ভাগ্যাকাশে
উদিত হয় স্বাধীনতার প্রথম সূর্য্যালোক
সে ইতিহাস আজ আমাদের জানা।
পঞ্চাশ বছর পর ইতিহাসের পথ ধরে
এল এক বিরল স্বর্ণময় যুগ
যেখানে নেই পরাধীনতার ভ্রুকুটি,
নেই সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তচক্ষু।
আছে গদির মোহে খুনোখুনি,
ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি আর রাজনৈতিক দলাদলি।
অপসংস্কৃতি, স্বার্থপরতা আর করোনার জীবাণু।
ছেয়ে ফেলেছে এই দেশটাকে।
প্রতিদিনের সংবাদপত্র মুখরিত হয়ে ওঠে
রাজনৈতিক হিংসা,
ধর্ষণ আর আতঙ্কবাদের কর্মকাণ্ড।
দুর্নীতির পরাকাষ্ঠে ভেঙে চুরমার
দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো।
নিরক্ষতার আর বেকারত্বের জ্বালা।
আমাদের মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল করেছে,
শিক্ষার ফাটল দিয়ে ঢুকে পড়েছে
জাতি বৈষম্য, ধর্মান্ধতা আর
দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা।
নিরন্তর ঘটে চলা এই ঘটনা প্রবাহ
ভুলিয়ে দিয়েছে পিছনে ফেলে আসা
স্বাধীনতা অর্জনের কঠিন দিনগুলোকে।
তাই আজআবার সময় এসেছে
সব অন্যায় অত্যাচারের অবসানের তরে
বিপ্লবকে খুঁজে নেওয়ার।
অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে
মুক্ত করতে হবে দেশকে।

অসীম সিনহা

একা থাকার ইচ্ছা

মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়
থাকি একটু একা
জানি জন্মেছি একা মরব একা,
মাঝে অনেকের সাথে দেখা।
পেলাম অনেক বন্ধু স্কুলে কলেজে
কর্মক্ষেত্রে পেলাম অনেক সুহৃদ
আপদে বিপদে।
অবসরে জুটল অনেক সহযাত্রী
টিভি ও রেডিও সঙ্গ দিল সাথে
পিছু ছাড়ল না সংসারের সদস্যরা,
কারণ, আমিতো ঘোর সংসারী।
একা থাকার ইচ্ছায়, মাঝে মাঝে
বেরিয়ে পড়ি নদীর সামনে দাঁড়াই
আশ্রমে আশ্রমে ঘুরি।
নিজস্ব ডেরায় ফিরে ভাবি —
আমি কি সত্যই একা হতে পেরেছি?
তারা ভরা আকাশ বলে —
ঐ দেখ চাঁদ, ওকি একা হতে পেরেছে?
আমরাই তো ওকে ঘিরে রেখেছি।

শ্যামল কুমার দত্ত

আমাদের ''ফরিয়াদ'' ও আমাদের ''শপথ''

হে পরমেশ্বর —
সৃষ্টি করলে এই সুন্দর পৃথ্বী।
দান করলে নির্মল সমীর,
উজ্জ্বল কিরণে, শ্যামল বর্ণে,
বিকসিত হ'ল এই সুন্দর পৃথ্বী।

তবে কেন সৃষ্টির উল্লাসে মাত্‌লে —
দিলে মানুষের মনে ''হিংসা'', ''লোভ'' ও সর্বোপরি ''চৌর্য্যবৃত্তি''।
সৃষ্টি হ'ল, মানুষের মনে পাপ, মানুষের বিভেদ —
ও সর্বগ্রাসী মনোভাব।
যা নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে, তোমারই সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথ্বীকে।
তাই তোমারই সৃষ্টি এই মানুষের —
ঈশ্বরের ফাদে ঈশ্বরের নামে ''ফরিয়াদ—''
''পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নয়।''

সভ্যতার নামে ''ধ্বংস''—
গ্রাম থেকে হ'ল শহর — কাল ধোঁয়ায় বন্ধ হ'ল নিশ্বাস।
তাই কবির কলম গর্জে উঠল সে জানাল ফরিয়াদ —
''দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।''
হে বোধিসত্ত্ব, তোমার ত্রিমন্ত্রে —
আজ আমাদের দীক্ষা — শপথের দিন।
মাতৃভূমির ত্রিবর্ণ-মন্ত্রে, অশোক চক্রে, নেব আমরা ''শপথ''।
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি-হোক আমাদের শ্বেতশুভ্র উপাস্য সৎ সংগঠন।
ধর্মং শরণং গচ্ছমি — হোক আমাদের সবুজ তেজদীপ্ত কর্মসাধন।
সংঘং শরণং গচ্ছামি — হোক আমাদের একে অপরের প্রতি গৈরিক মন।
অশোক চক্রে - চব্বিশ ঘন্টায়, যদি নাথ বা পায় সুখি জীবন
তবে, আমাদের সম্মেলনে, পাবই আমরা সবাই মিলে আমাদের এই মহামিলন।।

দীপঙ্কর দাস

স্বাধীনতা;আলো-আঁধারে

অন্ধকার থেকে আলো —
জীবনের এই চিরন্তন পথটুকু
সরল ছিল না কোনোদিনই —
আজও তা নেই।
ছিল কঠিন চড়াই, উৎড়াই,
ছিল উত্তাল তরঙ্গ লহরী,
ছিল টালমাটাল ভাঙা তরী
ছিল স্বপ্নভঙ্গের নীরব বেদনা,
ছিল অপ্রেম, ছিল হিংসা,
ছিল চিরবিশ্বাসহন্তা
লোলজিহ্ব কামনার
নেশাসক্ত রক্তচক্ষু।
সাথে তো প্রতিনিয়তই ছিল
আলোর দিশায় পাওয়া
লড়াইয়ের হাতছানিটুকু -
যদিও নিতান্ত অবহেলিত।
তবুও, রাত শেষে যেমন আসে ভোর,
একদিন চেতনার আলোকে
তেমনি পথ ছাড়ে অন্ধকার,
পরাধীন মন পেয়ে যায়
স্বাধীনতার শুচিস্পর্শ।
কিন্তু, এই স্বাধীনতাও যে বড় অদ্ভুত!
এ ন্যায় অন্যায় বোঝে না,
সৎ-অসৎ দেখে না,
সবাইকে স্বাধীন ক'রে
একান্তে মুচকি হাসে।

পরেশ চন্দ্র রায়

কোয়ারাইন্টিনে ভাবনা

করোনার লাল চোখ রাঙানিতে
থাকি বন্দীই হতাশে,
জীবিত আমিই কবর খুঁড়ি
করোনার কড়া আদেশে।
দূর থেকে পরে আপন জনেরা
ক'টি ফুল দেবে ছুঁড়ে,
হয়তো ফুলটি পথের ধূলায়
মুখ গুঁজে রবে পড়ে।
ধূসর স্বপ্নের গোধূলি তলে
থাকবো তো আমি শুয়ে,
রাত কুয়াশার চোঁয়ানো আদর
পড়বে আমার গায়ে।
কবরের উপর কেমন বেদী
শোভা যে হবে কেমন,
হয়তো ধূলায় ভেঙে পড়া সেই
আতস-কাঁচটি যেমন।
শেষ করলেও আমার কথা
তবু থেকে যায় বাকি,
কেমন রবে এ বাংলা তখন
চিন্তনে দেয় উঁকি।।

কৃষ্ণনগর কলেজের জমির পরচা

Rs.10
INDIA
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA
TEN RUPEES

List of Members of Krishnagar Govt. College Alumni Association (Updated as on 09.02.2020) (subject to clearance of dues)					
Sl. No.	Name of Member	Address	Phone No.	Member-ship year	e-mail address
1	Achintya Saha	North Kalinagar, Krishnagar,Nadia	9734333938	2008	
2	Adreeja Basu	85,Patra Bazar, Krishnagar. , Nadia	9002573662	2009	
3	Aindrila Roy Chatterjee	D/o Sudip Chatterjee, Hatarpara Bank Lane, Near High School (Primary), Krishnagar, Nadia			
4	Ajay Kumar Singharay	S/o Late Jnanada kumar, Violl & P.O. Bohar, Burdwan (Purba)	9477131760	2018	
5	Ajit Kumar Basu	Chowdhuripara, J.P.Lahiri Rd.,Krishnagar , Nadia.	03472-224340	2009	
6	Ajit Kumar Mukherjee	Chasapara, Krishnagar., Nadia	9475148393	2009	
7	Ajit Nath Ganguly	T.P.Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia.		2008	
8	Alaktika Mukhopadhyay	Block A-II,Flat-204, Prasadnagar, 27,B.T.Rd,Kamarhati, Kolkata - 700058	9830574027	2008	
9	Aloke Sanyal	S/O Late Dhirendranath Sanyal, Raypara, Krishnagar , Nadia	9434206561	2012	
10	Aloke Kanti Bhoumik	S/o Late Rakhal Chandra Bhoumik, “Om Apartment”, Flta 6, 13, RBC Road, Dum Dum, Kolkata- 700028	9830188765	2023	alokcon@rediffmail.com
11	Alpana Basu	10/1, B.L.Chatterjee Road, Talpukur Road, Krishnagar, Nadia	9333171996	2009	
12	Amal Biswas	S/o Late Gopal Chandra , T.P.Banerjee Lane, Chasapara, Krishnagar, Nadia	9735477280	2017	amal68biswas@gmail.com
13	Amar Singha Roy	A/9, Sarada Abasan, Congresspara, P.O. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur- 733101	9832580852	2012	
14	Amarendra Nath Biswas	Ekta Heights,Block IV,Flat-10A, 56,Raja S.C Mullik Rd. Kolkata- 700032	9874835273	2009	
15	Amarendra Nath Sanyal	B-6/1, Aditi Apartment, D-1, Janakpuri, New Delhi - 110058	7709686897		amarsanyal@yahoo.com
16	Amit Kumar Maulik	D.N.Roy Road, Krishnagar , Nadia	9434450959	2008	
17	Amitava Mukherjee	S/o Late Ramakrishna, Dr. sachin Sen Road, Krishnagar, Nadia	9332349400	2018	mukherjeeamitabha51@gmail.com
18	Amitava Roy	421, DumDum Park,Kolkata - 700074	9831342015	2009	
19	Amrita Sarkar	D/o Dr. Ramwendranath Sarkar, 25, Pandit L.K.Moitra Road, Krishnagar, Nadia	9434245225	2020	
20	Anandamoyee Raha	"Anamika", 1/67 M.M.Ghosh Road, Kolkata - 700074	9748791203/ 8902689241	2013	
21	Ananta Bandyopadhyay	Bank Lane , Krishnagar. , Nadia	9434322823	2008	
22	Anil Kumar Mondal	A 28/227 Kalyani, Nadia	033-25820052	2009	
23	Anil Kumar Nandi	S/o Late Haralal , Sandhyapara, Ghurni, Nadia	9433258890	2017	
24	Anil Kumar Roy	R.N.Tagore Rd. High St. Krishnagar , Nadia	9232604899	2009	
25	Anil Kumar Sarkar	162, College Street, Krishnagar, Nadia		2009	
26	Anindya Sarkar	S/o Amalendunath, Bhakat Singh Ropad, Saktinagar, Nadia	7001849601	2018	anindyasarkar1976@gmail.com
27	Anirban Dhar	37, Anantahari Mitra Rd. Krishnagar. , Nadia	9474338900	2009	
28	Aniruddha Palchowdhury	M.G.Road, Krishnagar , Nadia	03472-252036	2009	
29	Anju Biswas	Vill. Simultala, P.O.Krishnagar, Nadia	03472-271343	2009	
30	Apurba Bag	Radhanagar South, P.O.Ghurni Nadia	9733709344	2009	
31	Apurba Kumar Chatterjee	17, P.L.Chatterjee lane, Krishnagar, Nadia	9474677145/25 4032	2008	
32	Archana Ghosh Sarkar	8/1, PLK Mitra Lane, Krishnagar, Nadia	03472252474/ 9800251314	2008	

33	Ardhendu Bhusan Kundu	Chasapara, T.P.Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia	03472-252483	2008	
34	Arobindu Kumar Roy	S/o Adhir, 34/A, P.C. Bose Lane, Ukilpara, Krtishnagar, Nadia	9232746716	2017	royarobinda1959@gmail.com
35	Arun Kumar Bhaduri	Nagen Chowdhuri Rd, Saktinagar, Krishnagar , Nadia	03472-224770	2008	
36	Arup Kumar Ghosh	S/o Bisweswar Ghosh, 34, Sukanta Sarani, Kanthalpota, Krishnagar, Nadia	9475178949	2020	
37	Asesh Kumar Das	B-10/88,Kalyani, Nadia, West Bengal	9831251120/ 03325827329	2009	
38	Ashim Ranjan Bagchi	S/o Late Anil Kumar Bagchi, 10/11, College Street, Krishnagar , Nadia	9432000103	2014	
39	Asim Kumar Pramanik	Baxipara, P.O. Ghurni, Nadia			
40	Asim Kumar Saha	Ghurni, Krishnagar , Nadia	9434105358	2009	
41	Asim Kumar Sinha	A-1 Gobinda Sarak (Rajbari Lane), Krishnagar , Nadia	9474608769		
42	Asimananda Majumder	M.M.Ghosh Lane, Patra Bazar, Krishnagar, Nadia	9434742091	2013	
43	Asis Mukhopadhyay	"Anamika", 1/67 M.M.Ghosh Road, Kolkata - 700074	9433020681	2013	
44	Asit Kumar Roy	Tilak Road, P.O. Saktinagar, Nadia	03472224249/ 9475601972	2008	
45	Asok Ghosh	Dhubulia, Nadia, PIN-741140	9475110799	2013	
46	Asok Kumar Saha Dr.	323 Nabapally Bidhannagar, Kolkata - 700105			
47	Asoke Kumar Das	S/o Late Mohitosh Kumar , Ghurni Anandanagar, Ghurni, Nadia	8927402268	2016	
48	Banani Datta	20, R.K.Mitra Lane, Krishnagar , Nadia	03472-251133		
49	Banibrata Sanyal	Flat-9,Block II,H.S.IV(S), 103, Ultadanga Main Rd, Cal-67	9433728900	2009	
50	Banimanjori Ghosh (Das)	Mukundapur, Calcutta		2009	
51	Basudev Mondal Dr.	Central Nursing Home ,-26, B.L.Chatterjee Rd.Krishnagar, , Nadia	03472-252888	2009	
52	Basudev Saha Dr.	Baruipara Bye lane, Krishnagar.	9832276558	2008	
53	Basudev Sarkar	26, M.M.Ghosh Rd. CMS Gate, Krishnagar, Nadia	9474593228	2009	
54	Bhabani Pramanik	Judge Court Para, Krishnagar , Nadia	03472-657664	2009	
55	Bhairab Sarkar	Gumtipara, P.O.Birnagar, Nadia.	03473-26171	2008	
56	Bhaktadas Biswas	S/o Jagatbandhu Biswas, A2/13, Kalyani, Nadia	9143211964	2014	
57	Bhaktadas Mukherjee	Nagendranagar 4th Lane, Krishnagar, Nadia	9332112314	2016	
58	Bharati Das Bagchi	11/B, S.K.Basu Rd Krishnagar., Nadia	03472253160/ 9475032636	2008	
59	Bholanath Swarnakar	7,M.M.Ghosh Lane,Patra Bazar, Krishnagar., Nadia	9474740222	2008	
60	Bhudeb Biswas	B-9/142, Kalyani, Nadia	03325823098/ 8013622131	2009	
61	Bibekananda Sen	BL-239, Sector-II, Salt lake, Kol-700091	9435531603		
62	Bidesh Ch. Roy	High Street, Krishnagar, Nadia	9733294848	2013	
63	Bidyut Kumar Sen	11/2 M.M.Ghosh Road Krishnagar, Nadia	9474678247	2008	
64	Bijan Kumar Saha	Bejikhali, Krishnagar, Nadia	9434553678?	2009	
65	Bijon Ghosh	24,H.C,Sarkar Rd,,Krishnagar, Nadia.	9810090664	2008	
66	Bijoy Kumar Dutta	1, Anchalpara, P.O. Bethuadahari, Nadia	9434124535	2009	
67	Bimalendu Singha Roy	55/5 D.L.Roy Road, Gupta Nibas, Krishnagar, Nadia		2012	
68	Binayendu Debnath	Bhaluka, Joania Bhaluka, Nadia	9002515763	2010	

69	Birendra Kumar Das	S/o Late Nityananda , Swapnaneer Abasan, Flat No.401, Patrabazar, Krishnagar, Nadia	9434144625	2017	
70	Bishnu Gopal Biswas	31,Amulya Kanan Co-Op Housg Soc Ltd, Serampore, Hoogly	9231509470	2008	
71	Biswajit Adhikari	S/o Gopal Adhikari, Nagendranagar 4th Lane, Krishnagar, Nadia	9475109704/ 9851237214	2020	
72	Biswanath Bhowmic	Raypara- Malipara, Krishnagar, Nadia	9679208011		
73	Biswanath Kundu	Parbatipur, P.O. Pritinagar, Nadia	9474480374		
74	Bisweswar Dutta	S/o Late (Dr,) Narendranath Dutta, Palpara, Bhatjangla, Nadia	7797107847	2016	
75	Bithika Mukherjee	P-48, Meghnad Abason, Prafulla Kanan, Kolkata - 700101	9830198372	2013	
76	Byomkesh Sarkar	T.D.Banerjee Rd,Simantapally, Krishnagar., Nadia	03472-224979	2008	
77	Chand Gopal Mondal	"Srjan Abasan", Dr. Sachin Sen Road, P.O.Ghurni, Nadia	9733609846	2013	
78	Chandan Mondal	27, B.L.Chatterjee Rd. Krishnagar, Nadia	9434112120	2009	
79	Chinmoy Bhattacharya	Fakirpara Lane, Krishnagar, Nadia	8918724093/ 9474482559	2008	
80	Chittaranjan Roy	Bethuadahari Station Para, P.O. Bethuadahari, Nadia	x947407299	2009	
81	Dayanarayan Banerjee Dr.	S/o Late Nripendranarayan, Amina Apartment (3rd Floor), 47, New GT Road, P.O. Uttarpara, Hooghly 712258	9433094354	2017	
82	Debal Kanti Ray	46, R.N.Tagore Road (Chowrasta), Krishnagar, Nadia	03472-254254		
83	Debdas Acharya	11, Aurobinda Sarani (Near Womens College) Krishnagar	03472-256152	2009	
84	Debdyuti Dey	61/4, Nagendranagar 4th Lane, Krishnagar, Nadia	9474740225		
85	Devashis Mandal	Gupta Nivas, Hoognytala, Krishnagar, Nadia	8900185868/ 9232499219		
86	Dhirendranath Biswas	6, R.K.Mitra Lane, Krishnagar Nadia	03472-253466	2008	
87	Dhrubajyoti Datta	S/o Khagendra Kumar Datta, Nagendranagar, Krishnagar, Nadia	9474019543	2018	
88	Dibyendu Saha	Saktinagar Baganepara, Krishnagar, Nadia	9832276570	2009	
89	Dilip Kumar Biswas	Raja Road, Chaudhuripara, Krishnagar, Nadia			
90	Dilip Kumar Guha	34,Harimohan Mukherjee Rd, Kathuriapara, Krishnagar, Nadia	9932742957/ 03472254055	2008	
91	Dilip Kumar Kirtanya	S/o Shri Shibnath , B.G. Lane, Chasapara, Krishnagar, Nadia	9932572280	2017	
92	Dilip Mukherjee	15, J.K.Saha Lane, Kanthalpota, Krishnagar, Nadia	9434821791	2008	
93	Dinabandhu Mandol	Vill+P.O. Bhimpur, Nadia	9732554498	2009	
94	Dinesh Chandra Majumder	Pallysree, Krishnagar.,Nadia	9434324568/ 03472255646	2008	
95	Dipak Das	Radhanagar (NearSBI) P.O.Ghurni, Nadia	9434324568	2009	
96	Dipak Dasgupta	Manirampur, Barrackpore, 24-Parganas(N)	033-25920905	2009	
97	Dipak Kumar Biswas	14/9,P.K.Bhattacharya Lane,Krishnagar, Nadia	9564040961/ 03472254213	2008	
98	Dipak Kumar Ghosh	Srijani Abasan,Sachin Sarkar Rd, Ghurni,Nadia	9434825048	2008	
99	Dipak Kumar Sanyal	Kabiguru Rd. Saktinagar, Krishnagar, Nadia	03472-224095	2009	
100	Dipali Sanyal	Radhanagar Gangulibagan, Ghurni, Nadia	03472-226076	2008	
101	Dipan Mukherjee	Nediarpara, Krishnagar., Nadia	9932325736	2009	

102	Dipanjan Lahiri	1/15, College, Krishnagar, Nadia	9476191292	2008	
103	Dipankar Das	3/1, Chunaripara Lane, Krishnagar, Nadia	9434552005	2008	
104	Dipti Prakash Pal (Prof)	B-2/349, Kalyani, Nadia	033-25826446	2009	
105	Durga Shankar Shovakar	43, Ananta Hari Mitra Road, Krishnagar, Nadia	9475822543	2008	
106	Francis Gomes	S/o Late Joseph Gomes, "Moon Plaza", 62, Lenin Sarani, Kolkata - 700013	8617293374	2020	francisgomes2911@gmail.com
107	Gaurpada Das	Bowbazar, Baishnabpara, Krishnagar, Nadia	03472258984/ 9474611339	2008	
108	Gautam Malakar	Darjeepara, Krishnagar., Nadia	9932378790	2009	
109	Gita Biswas	C/O P.N.Biswas,Block S, No.5,SM Nagar Govt. Housing Phase-I, Sarkarpool, 24-Pgs(S)	033-24934850	2009	
110	Gobinda Chandra Sengupta	54, Nandipara RD, Nabadwip, Nadia	03472-244157	2009	
111	Gokul Chandra Biswas	S/O Late Shridhar, 28, Sukanta Sarani, Krishnagar	9232367988	2009	
112	Gopal Biswas	Kayakalpa Sadan, 9/1A, P.L.K.Moitra Rd, Krishnagar, Nadia	8001169356	2009	
113	Gopal Biswas	Bangaon, North 24-parganas	9002259635	2015	
114	Gopal Sinha	Sukanta Sarani, Kanthalpota, Krishnagar, Nadia	7001280474	2019	
115	Gour Mohan Banerjee	21,T.P.Banerjee Lane Chasapara , Krishnagar, Nadia		2009	
116	Gour Sundar Rakshit	S/o Binod Behari Rakshit, Shyampur, Amghata, Nadia	9474740482	2014	
117	Goutam Chattopadhyay	S/o Late Khagendranath Chatterjee, B.D.Mukherjee Lanwe, Krishnagar, Nadia	9434822139	2020	
118	Harisankar Das	B-2/354, Kalyani, Nadia	9339739556	2009	
119	Himansu Ranjan Das	P-242, Lake Town, Block B, Kolkata - 700089	9339092993	2009	
120	Hiranmoy Pal	South Kalinagar, Krishnagar, Nadia	9434884314	2015	
121	Indira Saha	D/o Late Rameswar Saha, Turapara, Nabadwip, Nadia	8642043938	2015	
122	Indrani Sen (Sarkar)	66/2A, Haramohan Ghosh Lane, Phoolbagan, Kol-700085	9903972702	2009	
123	Indranil Biswas	Kadamtala, Krishnagar, Nadia	9732727048		
124	Indranil Chatterjee	P.L.Chatterjee Rd, Nediarpara, Krishnagar, Nadia	974675633	2008	
125	Jahar Mazumdar	CDAC Computer Centre, Roypara, Krishnagar, Nadia	9874660169	2009	
126	Jayanta Khan	7/2, J.N.Biswas Lane,CMS Para, Krishnagar, Nadia	9434856857	2009	
127	Jayanta Paul	Near Brahmasamaj, Krishnagar, Nadia	9474595903	2008	
128	Jiban Ratan Bhattacharya	17, Natundighi Lane, Nederpara, Krishnagar, Nadia	9475111212	2009	
129	Kalyanbrata Dutta	Arani Abasan,Radhanagar, Ghurni, Nadia	03472-255271	2008	
130	Kamakshya Kr Dutta	Arani Abasan,Radhanagar, Ghurni, Nadia	03472-255271	2008	
131	Kanailal Biswas	Hatarpara 2nd Lane, Krishnagar, Nadia	9434451802	2008	
132	Kashikanta Moitra	323, Nabapally, P.O. Bidhannagar, P.S. Chingrighata, Kolkata - 700105	033-3370854	2008	
133	Keka Sen	D/o Late Manindra Bhusan Sen, Charabag	9475924917	2019	
134	Khagendra Kumar Datta	150, Nagendranagar, 4th Lane, P.O. Krishnagar, Nadia	8001100925/ 9434454786	2008	datkhagen@gmail.com
135	Kishore Biswas	L.N.Halder Lane, College Street, Krishnagar, Nadia	9434112120/ 8145517426	2009	
136	Kripanarayan Banerjee	S/o Late Nripendranarayan , Hatarpara, Krishnagar, Nadia	9474187591	2017	

137	Krishna Gopal Biswas	Farm More, Karimpur, Nadia	3471255590	2008	
138	Krishna Kumar Joardar	C-2/24 Kendriyo Vihar, VIP Road Kol-700052 ,	9810341263	2009	
139	Kunal Ghosh	College Street, Krishnagar, Nadia	9434302334	2011	
140	Lipika Roy	1/20, Bangur Avenue, Super Market, Block- C, Flat 1/3, 1st Floor. Kolkata-700055,	9433010981	2009	
141	Madan Mohan Mallick	Talpukur Road, Krishnagar, Nadia	9476260896	2017	
142	Mahasweta Banerjee	329, Bangur Avenue, Block-A, Kolkata - 700055	9433058746	2013	
143	Maitreyi Chandra	Golapati, Krishnagar. , Nadia	03472-254922	2008	
144	Malin Kanti Roy	Vill & P.O. Garapota, Dist. Nadia	9933962689	2009	
145	Manashi De Pal	Hatarpara Bank Lane, Krishnagar., Nadia	9474042073	2008	
146	Manik Kumar Halder	S/o Late Atul Chandra, Dearapara Bye Lane, P.O. Nabadwip, Nadia	9434505856	2017	
147	Manoranjan Biswas	S/o Late Murari Mohan Biswas, Dr. Sachin Sen Road, Vivekananda Abasan, Radhanagar, Ghurni, Nadia	9474812479	2015	
148	Manotosh Chakraborty	Saktinagar Krishnagar, Nadia	9434467027	2009	
149	Marjana Ghosh Guha	Kathuriapara, Krishnagar. Nadia	9434551980	2008	
150	Mina Pal	Najirapara, Krishnagar., Nadia		2008	
151	Minat Kumar Mondal	B-14/42, Kalyani, Nadia	03332570649/ 9830350006	2009	
152	Mita De Dr.	Hatarpara Bank Lane, Krishnagar., Nadia	9434451715	2008	
153	Monoranjan Datta	27, Swarnamoyee Lane, Krishnagar, Nadia	9814402347	2017	
154	Mrinal Kanti Bhattacharya	Sastitala, Krishnagar., Nadia	9434505008	2008	
155	Mrinal Kumar Roy	554, Vivekananda Road, P.O. & Dist. Hooghly	9830720290	2018	
156	Nabendu Kumar Sarkar	10/1, Cinema House Lane, Krishagar, Nadia	9332327970	2009	
157	Narayan Biswas	1/13, Suryanagar, Kolkata-700040	033-24996055	2009	
158	Narayan Chandra Biswas	Malipara, Krishnagar, Nadia	9475032727	2009	
159	Nayan Chandra Acharya	Vill+P.O. Jalaghata via Singur, Dt. Hooghly	033-26300912	2008	
160	Nemai Chandra Das	Nagendranagar, Krishnagar, Nadia	9474478773	2010	
161	Nihar Ranjan Das	6, D.N.Roy Road, Roypara, Krishnagar, Nadia	03472-256596	2009	
162	Nirmal Sanyal	Mahendra Bhavan, Patra Bazar, Krishnagar, Nadia	03472-253295/ 9732735470	2009	
163	Nirmalendu Halder	S/o Nemai Chandra Halder, Vill. Maniknagar, P.O. Char Maniknagar, P.S. Shantipur, Nadia - 713519	9734511695/ 8641842687	2019	
164	Pabitra Kumar Sarkar	B-14/6091 - A/1, Kalyani, Nadia	9830699549	2017	
165	Panchanan Majumder	Shimultala, Krishnagar, Nadia	9153579235	2018	
166	Papia Sen Dutta	14/1, Fakirpara, Chandsarak, Krishnagar, Nadia	9323663623	2008	
167	Paresh Chandra Biswas	B-6/228, Kalyani,Nadia	033-25826192	2009	
168	Parimal Kumar Nandi	11, Kathuriapara Lane, Krishnagar,	9434890788	2009	
169	Parimal Pramanick	Ghurni Halderpara Azad Hind Sarak, Ghurni, Nadia	9933680499	2019	
170	Paritosh Kumar Mitra	S/o Late Ranjit Kumar Mitra,3/1, Keranipara Lane, Saktinagar, Krishnagar, Nadia	9933981348	2014	
171	Paritosh Kumar Samadddar	Flat 3/4,Elomelo Co-op Hou. Soc Ltd, Dashdron,, R.Gopalpur, 24-Pgs - 700136	9830350824	2009	
172	Partha Mukherjee	S/o Late Biswarup Mukherjee, 30, Raamsay Road, Chasapara, Krishnagar, Nadia	9434552555	2015	

173	Pijus Kumar Tarafder	Prafulla Abasan,219,Santipally,Kol 700042	9474479472	2008	
174	Prabir Kumar Basu	10/1, B.L.Chatterjee Road, Talpukur Road, Krishnagar, Nadia	9434231460	2009	
175	Pradip Kumar Bhattacharya	18, Sikshak Sarani, Krishnagar., Nadia	03472-224439	2009	
176	Paresh Chandra Roy	Radhanagar, Dr. Sachin Sen Road, Srijani Aabasan, Krishnagar, Nadia	8900410220	2018	
177	Pralay Choudhury	S/o Late Gopal, Kalinagar, Krishnagar, Nadia	9434240809	2018	
178	Pranab Kumar Kar	Natunpally, Krishnagar, Nadia	9434709556	2010	
179	Pranesh Kumar Sarkar	North Suravisthan, P.O. Badkulla, Nadia	03473-271411	2009	
180	Prasanta Kumar Basu	S/oLate kali Prasad basu, Shibtala Lane, P.O. Ghurni, Nadia	9474423496	2015	
181	Prasanta Kumar Bhowmik	AF-144, Meghnad Abasan, Plot-4, Prafulla Kanan, Kolkata-700101	9434193877	2009	
182	Prasanta Kumar Das	J.N.Chatterjee Lane, Krishnagar, Nadia	9475436231/ 03472228401	2010	
183	Prasanta Mallick	S/o Late Prafulla, Ghurni J. N. Pal Lane, P.O. Ghurni, Nadia	9851043107	2016	
184	Prasanta Mukherjee	T.P.Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia	9434553274	2009	
185	Prasanta Saha	S/o Pramod Saha, 5, P.K. Bhattacharya Lane, Nediarpara, Krishnagar, Nadia	9434553279	2015	
186	Pratap Ghosh	S/o Krishna Ghosh, Chhoto Shimulia, P.O. Uttarbahirgachhi, Nakashipara, Nadia	89343831764	2015	prasantasaha2013@live.com
187	Pratap Narayan Biswas	C/O P.N.Biswas,Block S, No.5,SM Nagar Govt. Housing Phase-I, Sarkarpool, 24-Pgs(S)		2009	
188	Pratima Roy Mukherjee	Nagendranagar, 3rd Lane, Krishnagar, Nadia	9474760901		
189	Pratyusha De	30, Kanti Kuri Lane, Nazirapara, Krishnagar, Nadia	9232571623	2013	
190	Pravash Ranjan Biswas	B.D.Mukherjee Road, Krishnagar, Nadia	9153552142	2010	
191	Pravat Ranjan Mondal	16/1, Station Approach Rd. Krishnagar, Nadia	03472-252986	2009	
192	Priyogopal Biswas	Uditi Housing A-5, Kalyani,Nadia	033-27075853	2009	
193	Priyonkar Santra	S/o Sumit, Bhaduri Bari Lane, P.O. Krishnagar, Nadia	9126313038	2018	
194	Proiti Biswas	14/9, P.K.Bhattacharyo Rd. Krishnagar, Nadia		2008	
195	Prosenjit Biswas	Kalicharan Lahiri Lane, Chasapara, Krishnagar, Nadia		2009	
196	Rabin Kumar Sain	166, G.T. Road, Uttarpara, Hooghly, PIN-712258	9434322726	2014	
197	Rabindranath Chakraborty	S/O Late Shri Satilal Chakraborty, B-7/241, Kalyani, PIN-741235	033-25809916	2014	
198	Rajat Kumar Chatterjee	S/o Late Nalini Ranjan Chatterjee, Kadamtala, KRISHNAGAR , Nadia	9434371235	2014	
199	Rama Biswas	Krishnagar, Nadia	9434056299/ 7797680380	2017	
200	Rama Prasad Pal	UJCO,111J, Ujjala Condovalley,MIG Apptt, Newtown, Rajarhat, Kol-700157	8961884113/ 9433045452	2009	
201	Ramendranath Mukherjee	Narahari Mukherjee Lane, Krishnagar., Nadia	03472-252657	2009	
202	Rana Sinha	2, Acharyya Lane, College St, Krishnagar, Nadia	9734522807	2009	
203	Ranjan Majumder	57/25, Malpara 2nd Bye Lane, / P.O.Danesh Sk. Lane, Howrah -9	9432336146/ 03326886146	2009	
204	Ranjit Kumar Bhaumik	Tower-3, Flat No.23E, South City, 375 P.A. Ghosh Road, Kolkata - 700068	9433255070	2013	

205	Ranjit Kumar Mondal	S/o Rajendra Nath Mondal, Raghadanga, Krishnagar, Nadia	9733368359	2020	
206	Rasamay Datta	B-7/284, Kalyani, Nadia W.B. PIN-741235	3325825898/ 9883696889	2013	
207	Ratna Goswami Das	3/1, Chunaripara Lane, Krishnagar., Nadia	03472-254646	2008	
208	Raul Guha	Patra Bazar, Krishnagar. , Nadia	03472-259477	2009	
209	Sabita Sen (Roy)	5G, Krisnamoyee Apartment, 23/C, Panchanantala Road, Kol - 700029	033-24611844	2009	
210	Sabyasachi Das	S/o Late Prof Sreepada Das, 1, Church Road, Krishnagar, Nadia	9477740897	2020	sabdas88@gmail.com
211	Sachindra Nath Chakraborty	A-9/481 Kalyani, Nadia	9433043860	2009	
212	Saikat Kundu	48, Ramsay Rd. Chasapara, Krishnagar., Nadia		2009	
213	Sailen Sinha	Patra Market, Krishnagar, Nadia	9474477175	2009	
214	Sailendra Kumar Datta	P-132, Dakshini.Co-op Hou. Soc. Ltd,Canal South, Rd Cal -105	9432207018	2009	
215	Samarendra Nath Mondal	Ghurni Gangulipara lane, Ghurni, Nadia	8967734271	2019	
216	Sambhunath Biswas	9A, M.M.Ghosh Road, Krishnagar Nadia	03472-320296	2008	
217	Samir Kumar Bej	A-8/504, Kalyani, Nadia	9433876698	2009	
218	Samir Kumar Halder	65, D.L.Roy Road, Krishnagar	03472-252514	2008	
219	Samiran Kumar Pal	K.K.Tala lane, Kalinagar, Nadia.	9474783354	2008	
220	Sampad Narayan Dhar	7, Anantahari Mitra Lane,Krishnagar, Nadia	9433350604/ 03472253490	2008	
221	Sanak Ghosh	S/o Uday Chandra Ghosh, Vill & O.O. Bara Andulia, P.S. chapra, Nadia	8536869240/ 8513086146	2014	
222	Sandipta Sanyal	Suresh Ch. Abasika, Kanthalpota, Krishnagar	9434219093/ 03472250611	2009	sanakghosh@rocketmail.com
223	Sanjib Biswas	Nagendranagar, Krishnagar	9434962376	2010	
224	Sanjit Kumar Chowdhury	23, R.N.Tagore Rd. Sonadangamath, Krishnagar	9434706109	2009	
225	Sanjoy Ghosh	J.N.Biswas Lane, Patrabazar, Krishnagar	9434185941	2009	
226	Sankareswar Datta	69/12,B.B.Sengupta Rd.Calcutta-700034 / S.M.Seva Pratisthan, Gobrapota, Nadia	9339757442	2008	
227	Sankha Subhra Sarkar	S/o Late Sachindra Kumar Sarkar, Uma Charan Mukherjee Lane, Chhutarpara, Krishnagar, Nadia	9434252539	2020	
228	Santi Ram Sarkar	S/o Late Manindra nath , 34, T.P. Banerjee Lane, Chasapara, Krishjnagar, Nadia	9733875644	2017	
229	Santosh Kumar Biswas	Chowdhurypara Bhattacharya Lane, Krishnagar, Nadia		2008	
230	Santwana Chakraborty	W/o Amit, 36, D.L.Roy Road, Krishnagar, Nadia	9332132472	2016	
231	Sayan Chatterjee	S/o Subhasish , Aminbazar, Krishnagar, Nadia	9474422165	2016	
232	Sekhar Banerjee	7B,Matijhil Avenue, DumDum, Cal 700074		2009	
233	Shamsul Islam Mollah	29, Ramkumar Mitra Lane, Krishnagar, Nadia	9434054946	2008	
234	Shyama (Dey) Das	Chasapara Ramsey Rd, Krishnagar, Ndaia	8343874718	2008	
235	Shyama Prasad Sinha Roy	Vill+P.O.Sondanga, P.S.Dhubulia, Nadia		2009	
236	Shyama Prosad Biswas	Natunpally, Krishnagar, Nadia	9474336571	2008	
237	Shyamal Kumar Datta	Goari Bazar, Krishnagar, Nadia	7501121541	2015	
238	Shyamapada Mukhopadhyay	6,Bowbazar Jugipara Lane, Bejikhali, Krishnagar, Nadia	03472-258457	2009	
239	Sibani De	Golapatti, Krishnagar, Nadia	9333210366	2009	
240	Sibnath Choudhury	Kalinagar, Krishnagar, Nadia	9434191207	2008	

241	Sikha Sanyal	Patra Bazar, Krishnagar. , Nadia	03472-253295	2009	
242	Silva Saha	D/o Asim Kumar Saha, Ghurni Bazar, P.O. Ghurni, Nadia	9434440022	2014	
243	Simli Raha	Biswambhar Roy Road, Ukilpara, Krishnagar, Nadia	9474788478	2013	
244	Sirajul Islam	College St Church Road, Krishnagar., Nadia	9434371084	2008	
245	Sital Chandra Saha	Rana Pratap Road, Saktinagar, Nadia	8436010309	2008	
246	Smarajit Chakraborty	S/o Late Rajat Prosad Chakraborty, 48, Kabi Nabin Sen Road, DumDum, Kol- 700028	9830413450	2015	
247	Snigdha Sarkar	W/o Dr. Swapan Sarkar, Sukul Road, Chaurasta, Krishnagar	9434555284	2014	
248	Somnath Datta	7/1 Ram Ch Mukherjee lane, Krishnagar, Nadia	9474018450	2014	
249	Soumendra Mohan Sanyal	Kanthalpota Lane, Krishnagar, Nadia	9474017727	2009	
250	Sourendra Lal De	Station Approach Road, Krishnagar, Nadia	9830282105 / 9475822304	2016	
251	Sriparna Sinha (De)	2, Acharyya Lane, College St, Krishnagar, Nadia	9474339767	2009	
252	Subhankar Sanyal	"Gupta Nivas", D.L.Roy Road, Krishnagar	9474766187	2019	sannalsubhankar.omg16@gmail.com
253	Subhranath Mukhopadhyay (Dr.)	251-A/41, N.S.C. Bose Rd.,Kol-700047	9903889145	2010	
254	Subimal Chandra	Deshbandhu palli (Bowbazar) , Hoognytala, P.O. Krishnagar, Nadia	03472-254481	2008	
255	Subodh Chandra Paul	32/2, Mahitosh Biswas Street, Krishnagar, Nadia	9474423904	2009	
256	Suchisnigdha Swarnakar	D/o Late Shibnarayan Swarnakar, Ghurni Kumarpara, Ghat lane, Ghurni, Nadia	9475696049	2016	
257	Sudhakar Biswas	222/22, M.C Garden Road, Kolkata-700030	9830852325/ 9123669787	2009	
258	Sudipta Pramanik	Baksipara, P.O. Ghurni, Nadia	9434419951	2008	
259	Suhas Chandra Mitra	S/o Late Benoy Krishna Mitra, Whispering Willows, Rajarhat, Salua More, Kolkata - 700136	9874881202	2014	
260	Sujata Chakraborty	B-7/241,Kalyani, Nadia	033-25809916	2009	
261	Sujit Kumar Biswas	Nagendranagar 3rd Lane, Krishnagar	03472255590/ 9434302319	2009	
262	Sukesh Kundu	Radhanagar lane, Ghurni, Nadia	9434193877		
263	Sukumar Mondal	11, College Street, Krishnagar, Nadia	9002120920		
264	Sukumar Mukhopadhyay	Golapati, Krishnagar. , Nadia	9666783064/ 03472256200	2009	
265	Sulagna Adhikary	D/o Satya Kmar Adhikary, 11/3 B, Narendranath Sarkar Lane, Segun Bagan, Krishnagar	9476438156	2014	
266	Sumita Mukherjee	D/o Dr. Arpan Mukherjee, Nediarpara Barowari, Krishnagar, Nadia	9153027207	2016	
267	Sunil Kumar Biswas	Chasapara, Krishnagar, Nadia	9932967525	2014	
268	Sutapa Biswas	Nagendranagar, B.D.Mukherjee lane, Krishnagar, Nadia	9476440472	2009	
269	Sutapan Saha	C/o Ajoy Pramanik, High Street, Krishnagar, Nadia			
270	Suvangkar Sanyal	Kanthalpota, Krishnagar., Nadia		2019	
271	Swadesh Roy	Ananta Hari Mitra Road, Krishnagar, Nadia	9932377420	2008	
272	Swagata Dey	12, Ananta Hari Mitra Road, Krishnagar, Nadia			
273	Swapan Banik	N.C.Palchowdhury Lane, Nuripara, Krishnagar, Nadia	9474132824	2008	
274	Swapan Kumar Bagchi	Nediarpara, Near Matrisadan , Krishnagar. , Nadia	9434450489	2009	
275	Swapan Kumar Bandyopadhyay	P.K.Bhattacharya Lane, Nediar Para, Krishnagar , Nadia	9434505834	2009	

276	**Swapan Kumar Chakraborty**	**Bowbazar , Malipara, Krishnagar , Nadia**		**2009**	
277	**Swapan Kumar Datta**	**Nagendranagar 3rd Lane, Krishnagar, Nadia**	**9732517681**	**2013**	
278	**Swapan Kumar Misra**	**Kanthalpota, Krishnagar., Nadia**	**9434506119**	**2009**	
279	**Swapan Kumar Pal Choudhury**	**Baranashi Roy Road, Krishnagar, Nadia**	**9609494769/ 9463807382**	**2009**	
280	**Swapna Bhowmik**	**C/o Santosh Adhikary, Sapuriapara, Krishnagar, Nadia**	**03472-254208**	**2008**	
281	**Tapan Krishna Saha**	**S/o Late Bimal Krishna Saha, Dakshini co-op , T.D. Banerjee Road, Krishnagar, Nadia**	**9800250780**	**2015**	
282	**Tapan Kumar Ghosh**	**Hatarpara 6th Lane, Krishnagar , Nadia**	**9832881075**	**2009**	
283	**Tapas Ray**	**S/o Latew Ranjit Kumar Ray, Block-CE/1, Plot C70, Street No.202, New Town, PIN-700156**	**8617210593**	**2019**	**tray195@yahoo.co.in**
284	**Tapogopal Pal**	**Chasapara,T.P.Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia**	**03472-254018**	**2009**	
285	**Tapolabdha Bhattacharya**	**Chowdhuripara, Krishnagar , Nadia.**	**9474381044**	**2008**	
286	**Tarun Kumar Chaudhuri**	**J.N.Roy Bahadur Roy Rd, Raypara, Krishnagar, Nadia**	**9434419740**	**2009**	
287	**Tushar Chattopadhyay**	**S/o Late Suryapada Chattopadhyay, D.M.Sanyal Road, Chasapara, Krishnagar, Nadia**	**9933891704**	**2008**	
288	**Tushar Kanti Trivedi**	**S/o Late Tarit Kanti Trivedi, Swarnamoyee Lane, Ukilpara, Krishnagar, Nadia**	**8900026397**	**2019**	
289	**Uday Sankar Chattopadhyay**	**8, Natundighi Lane, Nediarpara, Krishnagar, Nadia**	**9002069149**	**2009**	
290	**Ujjwal Kumar Modak**	**Cinema House Lane, Krishnagar, Nadia**	**9434056783**	**2008**	

The members whom we are unable to contact as they have left us for ever

1	**Abani Mohan Joarder**	**HB-318, Sector III, Salt Lake, Kolkata - 7000176**	**9339209745**	**2011**	
16	**Ambuj Maulik**	**D.N.Roy Rd, Krishnagar. , Nadia**	**9232315652**	**2008**	
1	Amitava Mukherjee	10, College Street, Krishnagar, Nadia	03472-255143	2008	
40	**Ashoke Kr. Bhaduri**	**Nagen Chowdhuri Rd, Saktinagar, Krishnagar , Nadia**	**03472224770/ 9475704060**	**2008**	
65	**Bidyut Bhusan Sengupta**	**20, D.N. Roy Road Krishnagar, Nadia**	**9434826097**	**2009**	
2	Brajendra Narayan Dutta	14/1, Fakirpara Lane, Krishnagar, Nadia	9232663623	2008	
3	Chandan Kanti Sanyal	17, R.N.Tagore Rd. Krishnagar., Nadia	9232467217	2009	
4	Deb Kumar Roy	S/o Premendra Chandra, 7A, Mahitosh Biswas St. Krishnagar	03472-256700	2008	
5	Dilip Kumar Gupta	42,Mitrapara Rd. Sailendra Apptt, BARASAT (Shyama Spl), Nadia	9434054936	2009	
6	Dipak Kumar Moitra	Chowrasta Sukul Road, Krishnagar, Nadia (deceased)	9434320243/ 740707667	2008	
7	Gautam Ghoshal	16, Nediarpara, Krishnagar, Nadia (deceased)	03472-251914		
8	Jatindra Mohan Dutta	107, Gait Road, Krishnagar, Nadia (deceased)	9832267952	2008	
9	Joydev Karmakar	Bowbazar, Krishnagar., Nadia	03472-252248	2008	

10	Kajal Bikas Bhadar	Kalyani, Nadia (deceased)	9339092993?	2009	
11	Karunamoy Biswas	Vill.+P.O. Bhimpur, Dt. Nadia (deceased)	9732821900	2009	
12	Manjulika Sarkar	Kadamtala, Krishnagar., Nadia (deceased)	03472-254738	2008	
13	Nirmal Kumar Biswas	157, Bamandas Mukherjee Lane,Nagendranagar, Krishnagar	9434586170	2009	
14	Pravat Kumar Roy	Gokhale Road,P.O. Saktinagar, Nadia		2009	
15	Rabindra Nath Saha	S/o Ramranjan , 43/A, J.K.Dsaha Lane, Kanthalpota, Krisnagar, Nadia	03472253021/ 9474594109	2017	
16	Rabindranath Modak	M.M.Ghosh Street, Krishnagar, Nadia	03472-251365	2014	
17	Raghubir Narayan Dey	S/o Sudhir Kumar, 16, Anantahari Mitra Lane, P.o. Krishnagar, Nadia	9933101145	SNP	
18	Runu Bhattacharya	81/1, Baburani Para, P.O. Bhatpara, 24-Pgs(S)	9433792801	2009	
18	S. M. Badaruddin	4,Kurchipota Lane, Krishnagar., Nadia	9434555035	2008	
20	Salil Kumar Ghosh	13, R.N.Tagore Rd, Krishnagar., Nadia	9333215172	2009	
21	Samir Kumar Chatterjee	Khidirpur Madhyapara, P.O. Bethuadahari, Nadia	9433235801	2009	
22	Sibnath Halder	Patrabazar, Krishnagar, Nadia	03472-254136	2008	
23	Sudhir Kumar Saha	Jatin Saha Rd.,Saktinagar, Krishnagar. Nadia	9434951990	2008	
24	Suruchi Dutta	Radhanagar, Near SBI,Ghurni, Nadia		2009	
25	Tapas Kumar Modak	College Street, Krishnagar., Nadia	9831064820	2008	
26	Tushar Kr. Choudhury	C/O Madhusudan Garai, College Street, Krishnagar, Nadia	9735951520	2012	

With Best Compliments from :-

ডাঃ রত্নদীপ দাস

বি. ডি. এস. (কলকাতা)

অত্যাধুনিক দন্ত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ

'সু-রদনী'

ডেন্টাল ক্লিনিক

এখানে দাঁত তোলা, দাঁত বাঁধানো, স্কেলিং, আর. সি. টি., রুট ক্যানেল, ক্রাউন, ব্রিজ ইত্যাদির জন্য আসুন

ঠিকানা - ৮, চুনুরীপাড়া লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(অক্ষয় বিদ্যাপীঠ স্কুলের কাছে)

যোগাযোগ - ৭৭৯৭০৮২০৫০, ০৯৪৭৪৪৭৯৪৭৪, ৭৬৭৯৫৩১২৬৫

৭০ -এর রক্ত ঝরা সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজ-এ

শ্যাম, শান্তি, বিশ্ব, পার্থ, কবীন্দ্র'র

প্রোথিত বীজ-এর

শিল্প • গল্প • কবিতা

M. 7797163209 ❑ Email : shigak09@gmail.com

নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজি নং - ৪৬ এন/৬১

মনমোহন ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

বিগত কয়েক বছর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষে দুইবার দুটি ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভ করেছে। ২০১৭ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নয়নের বিচারে সারা ভারতবর্ষে প্রথম স্থান পায়। ২০২০ সালের ডিপোজিট সংগ্রহ এবং সেই অর্থ সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার বিচারে সারা ভারতে প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় স্থান পেয়ে, "BANCO BLUE RIBON" পুরস্কার লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতা সারা ভারতে সকল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর করোনা মহামারি সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের অগ্রগতি অক্ষুন্ন ছিল। ২০২০-২১ সালে Promoting Achievement Foundation কর্তৃক ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান **শিবনাথ চৌধুরী** Best Chairman Award for Co-Operative Bank Development পুরস্কারে ভূষিত হন।

২০২১ - ২০২২ সালে দিল্লী রাজ্য সরকারের প্রযত্নে Intellectual Peoples Foundation National Achievement Award for Co-Operative Bank Development এর পুরস্কার গত ২৬শে মে, ২০২২ তারিখে দিল্লীর ঐতিহাসিক Constitution Club হলে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান **শিবনাথ চৌধুরীর** হাতে দিল্লী বিধানসভার স্পিকার মেডেল ও ট্রফি তুলে দেন।

২০২১-২২ সালের আর্থিক চিত্র নিম্নে তুলে দেওয়া হল—

খাত	৩১.০৩.২০২১	৩১.০৩.২০২২
ডিপোজিট	১ হাজার ৮০২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা	১ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা
কর্জ দাদন	১ হাজার ১৩৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা	১ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা
শেয়ার ক্যাপিটাল	৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ	৩৯ কোটি ১০ লক্ষ
লভ্যাংশ	১৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা	১৮ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা
CRAR	১৪.৫৭%	১৪.৭৯%
NPA	২.২০%	৩.৭৯%
CD Ratio	৬২.৮৬%	৫৯.৮১%
SHG Deposit	২০৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা	২২১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
SHG কর্জ দাদন	৩৪৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা	৩৮৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা

গত বছরের তুলনায় এবছর বেশী লাভ করে ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনটি প্রকল্প যেমন কর্মসাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এবং মৎসজীবি কার্ড এর মাধ্যমে কর্জ দাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই তিনটি প্রকল্পেই ব্যাঙ্ক সার্থকভাবে কর্জ দাদন করে শীর্ষ স্থানে আছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই ব্যাঙ্ক এলাকার বেকারদের কর্ম দেবার স্বার্থে 'কর্মসাথী' প্রকল্পে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা দাদন করেছে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কর্জ দাদন শুরু হয়েছে ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই ৪৬০ জনকে ৬ কোটি টাকা কর্জ্জ মঞ্জুর করেছে। এছাড়াও মৎসজীবি ক্রেডিটকার্ড এর মাধ্যমে ৬০৩ জনকে ২ কোটি টাকা কর্জ্জ মঞ্জুর করা হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির উন্নয়নের স্বার্থে ২৫২টি সমিতিতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র বা মিনি ব্যাঙ্ক (CSP) গঠিত হয়েছে। নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের তত্বাবধানে ৩৭ হাজার ৭৭টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩ লক্ষ ৫ হাজার সদস্য নিজেরা জীবিকা নির্বাহ করে সমাজ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

তাই জানাই এ ব্যাঙ্ক নদীয়া বাসীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির জন্য আসুন সবাই মিলে হাত লাগাই। এই বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানটিতে আপনার সঞ্চয় গচ্ছিত রাখুন।

নদীয়া জেলার সমবায় আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে সহযোগিতা করুন।

ধন্যবাদান্তে —

গণপতি মন্ডল	সন্দীপন চক্রবর্ত্তী	শিবনাথ চৌধুরী
সহ-সভাপতি	মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক	সভাপতি
নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ	নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ	নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ অ্যালাম্নাই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে খগেন্দ্র কুমার দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও রেন্‌বো প্রিন্টিং প্রেস - 8759197989 হইতে মুদ্রিত